এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ জয়প্রকাশের মামলা থেকে সরলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ
বহুতলের জন্য নতুন নির্দেশিকা ও ফর্ম প্রকাশ পুরসভার ৩

কলকাতা ৩০ জুন ২০২৬ ১৬ আষাঢ় ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ২০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.06.2026, Vol. 20 Issue No.20, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

নরওয়ে বনাম আইভরি কোস্ট
(ভারতীয় সময় রাত ১০:৩০)

গতকালের ফলাফল

দঃ আফ্রিকা -০ কানাডা- ১

সুরজি ম্যানসন্
A trusted jewellers
গড়িয়াহাট-গড়িয়া-সোনারপুর বাজার
9163683241

হাইকোর্টে ফের ধাক্কা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাঁচদিন কাটতে না কাটতেই ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিষেক। তবে বিদেশযাত্রার অনুমতি চেয়ে আর্জির দ্রুত শুনানির আবেদন ফের খারিজ করল হাইকোর্ট।

আদালত সূত্রে খবর, সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলার শুনানি হয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী বিষয়টি উল্লেখ করেন। দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে আদালতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে বিচারপতি সাফ জানিয়ে দেন দ্রুত শুনানি সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এগোবে

বিদেশযাত্রার আর্জি নিয়ে দ্রুত শুনানি নয়

প্রক্রিয়া। এর আগে গত মঙ্গলবারও আদালতে একই আর্জি জানান অভিষেকের আইনজীবী। সেবারও মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ হয়ে যায়।ফলে অভিষেকের বিদেশযাত্রার আবেদনের শুনানি তালিকা অনুযায়ীই হবে। দ্রুত শুনানির প্রয়োজন নেই। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার অভিষেকের আবেদন খারিজ হল। অর্থাৎ, ফের কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, চোখের চিকিৎসার জন্য এর আগেও একাধিকবার বিদেশ গিয়েছেন অভিষেক। ২০১৬ সালের ১৯ অক্টোবর মুর্শিদাবাদে দলীয় কর্মসূচি সেরে ফেরার পথে হুগলির সিঙ্গুরের কাছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল অভিষেকের গাড়ি। ওই দুর্ঘটনায় তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ডের বাঁ চোখের নিচে গুরুতর আঘাত লাগে এবং চোখের হাড় ভেঙে যায়। ওই দুর্ঘটনার পর থেকে চোখের সমস্যায় ভুগছেন অভিষেক। হায়দরাবাদ, দুবাই, সিঙ্গাপুর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েও চিকিৎসা করিয়েছেন। একাধিকবার বাঁ চোখে অস্ত্রোপচার হয়েছে তাঁর।

সোমবার স্নান পূর্ণিমা উপলক্ষে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল নজরুল মঞ্চে। ছবি: অদিতি সাহা

হুমায়ুনের বিতর্কিত মন্তব্যে এফআইআর

আইনের উর্ধ্বে কেউ নয়, কঠোর মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিতর্কিত ও সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিধানসভায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বিধানসভায় বিবৃতি দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার হুমকি বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর মতো কোনও মন্তব্য সরকার বরদাস্ত করবে না। ইতিমধ্যেই হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক এফআইআর দায়ের হয়েছে বলেও তিনি জানান।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন বিধায়ক বিষয়টি পয়েন্ট অফ অর্ডারের মাধ্যমে তাঁর নজরে এনেছেন। পরিষদীয় মন্ত্রী ড. শংকর ঘোষের সঙ্গে আলোচনার পর অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে তিনি বিষয়টি নিয়ে বিবৃতি দেন।

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, গত ২৬ জুন রেজিনগরের কাশীপুরে দলীয় কর্মসূচিতে হুমায়ুন কবীর এমন মন্তব্য করেন, যেখানে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে রাস্তায় নামানোর হুমকি দেন এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ভাষা ব্যবহার করেন। পাশাপাশি শক্তিপুরের একটি সভাতেও এক পুলিশ আধিকারিককে থানার বাইরে টেনে বের করার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘এনাফ ইজ এনাফ। এই ধরনের মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে। কোনও রাজনৈতিক পরিচয় কাউকে আইনের ঊর্ধ্বে থাকার অধিকার দেয় না।’ তিনি জানান, প্রথম ঘটনার ক্ষেত্রে রেজিনগর থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনার ক্ষেত্রেও শক্তিপুর থানায় পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো, হুমকি এবং আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার অভিযোগে প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

হুমায়ুন কবীরের মন্তব্যের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু ভোটকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখা হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় পঞ্চায়েতগুলিকে রাজনৈতিকভাবে ভাঙার চেষ্টাতেও ব্যর্থ হয়ে তিনি এই পথ নিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন শুভেন্দু।

বিধানসভায় কড়া বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ধমক, হুমকি, লাগামছাড়া ভাষা কোনওভাবেই চলবে না। এই সরকার আইনের শাসনে বিশ্বাস করে। পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।’ তিনি আরও জানান, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি মুর্শিদাবাদ সফরে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে সংবিধান ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার বার্তা দেবেন। তাঁর কথায়,‘ভারতবর্ষে শেষ কথা বলে সংবিধান ও আইন, কোনও ব্যক্তির দাপট নয়।’

শেষে বিধানসভাকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইন অনুযায়ী সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে এবং রাজ্যে ‘গুন্ডাদের শাসনের অবসান ঘটিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে।’

এনাফ ইজ এনাফ। এই ধরনের মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে। কোনও রাজনৈতিক পরিচয় কাউকে আইনের উর্ধ্বে থাকার অধিকার দেয় না। ধমক, হুমকি, লাগামছাড়া ভাষা কোনওভাবেই চলবে না। এই সরকার আইনের শাসনে বিশ্বাস করে। পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

- শুভেন্দু অধিকারী

বিল পাশ বিধানসভায়

ওবিসি সংরক্ষণে বড় বদলের লক্ষ্য

সম্পত্তি নষ্ট করলে আদায় ক্ষতিপূরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে ওবিসি সংরক্ষণ ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তনের লক্ষ্যে সোমবার বিধানসভায় পাশ হল দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী বিল। সরকারি দাবি, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই সংরক্ষণ ব্যবস্থায় আইনি অসঙ্গতি দূর করতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধীদের অভিযোগ, এই সংশোধনীর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই এবং এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ বিধানসভায় ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস (আদার দ্যান এসসি অ্যান্ড এসটি) রিজার্ভেশন অফ ভ্যাকেন্সিস ইন সার্ভিসেস অ্যান্ড পোস্টস (সংশোধন) বিল, ২০২৬’ এবং ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস (সংশোধন) বিল, ২০২৬’ পেশ করেন।

সরকারি প্রস্তাব অনুযায়ী, ১৯৯৩ সালের ওবিসি ক্যাটেগরি ‘এ’-তে অন্তর্ভুক্ত ৬৬টি জনগোষ্ঠীর তালিকা বহাল রাখা হয়েছে তবে বামফ্রন্ট সরকারের শেষ পর্বে এবং পরবর্তী সময়ে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে ক্যাটেগরি ‘বি’-তে অন্তর্ভুক্ত ১১৩টি জনগোষ্ঠীর তালিকা সংশোধনী বিল থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব আনা হয়েছে।

মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ বলেন, ‘কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়নি। পূর্বতন সরকার ভোটের কথা মাথায় রেখে কিছু বিশেষ জাতিগোষ্ঠীকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করেছিল। আমরা রাজনৈতিক স্বার্থে নয়, কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে মান্যতা দিয়ে সেই তালিকার পুনর্যাচাইয়ের জন্যই এই সংশোধনী বিল এনেছি।’তিনি আরও বলেন, ১৯৯৩ সালে ৬৬টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। পরে বামফ্রন্ট সরকার একটি সংশোধনী আনে এবং সেই ধারাবাহিকতায় তৃণমূল সরকার আরও ১১৩টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করে যে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা, অনুসন্ধান ও আইনি প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। সেই কারণেই আদালত ওই অন্তর্ভুক্তিগুলি বাতিলের নির্দেশ দেয়। সরকার সেই নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন আইন প্রণয়ন করছে বলে জানান তিনি। সরকারি গেজেটে প্রকাশিত ‘পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০২৬’-এ কমিশনের ক্ষমতা আরও স্পষ্টভাবে নির্ধারণের প্রস্তাব রয়েছে। বিল অনুযায়ী, কোনও জনগোষ্ঠীকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করা বা তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন কমিশন পরীক্ষা করবে এবং অতিরিক্ত বা অপর্যাপ্ত অন্তর্ভুক্তি নিয়ে নাগরিকদের অভিযোগও শুনবে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অগস্টে, গঠিত কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে আগামী অগস্ট মাসেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা ইউসিসি) বিল বিধানসভায় আনা হবে। সোমবার বিধানসভায় এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, আগামী ২ জুলাই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিলের খসড়া অনুমোদনের জন্য তোলা হবে। এরপর বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আগস্টেই বিধানসভায় বিলটি পেশ ও পাশ করানোর লক্ষ্য নিয়েছে সরকার।

বিধানসভায় বিবৃতি দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী সংকল্পপত্রে ইউসিসি কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূরণেই সরকার এগোচ্ছে। তাঁর কথায়, ‘আমরা কমিটেড। সংকল্পপত্রে লিখেছিলাম পশ্চিমবঙ্গে ইউনিফর্ম সিভিল কোড কার্যকর করব। সেই প্রতিশ্রুতি আমরা পালন করব।’

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এক দেশ, এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশান’, এই আদর্শ থেকেই রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট করেন, ধর্মভিত্তিক পৃথক ব্যক্তিগত আইন নয়, রাজ্যে একটি অভিন্ন আইনই কার্যকর হবে।

তবে প্রস্তাবিত আইনে তপসিলি জনজাতি, মূলবাসী, আদিবাসী, কুড়মি-সহ প্রাচীন জনজাতিগুলিকে ইউসিসির আওতার বাইরে রাখার প্রস্তাব রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তরাখণ্ড ও গুজরাতের মডেল অনুসরণ করেই এই বিল তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি অসমের ইউসিসি বিলের বিভিন্ন দিকও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

এই লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা দেশাইয়ের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হচ্ছে। কমিটিতে থাকবেন একজন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক, আইন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী এবং সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব, যিনি সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন, যেমন বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ এবং লিভ-ইন সম্পর্ক সংক্রান্ত আইনি বিধান, সবকিছুই খতিয়ে দেখবে এই কমিটি। বিষয়ভিত্তিক একাধিক দিক পর্যালোচনা করে চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘অগস্ট মাসেই কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল বিধানসভায় আনব এবং পশ্চিমবঙ্গে তা কার্যকর করব।’

একই সঙ্গে বিরোধী দল ও বিভিন্ন অংশীজনকে কমিটির কাছে লিখিত মতামত ও আপত্তি জানানোর আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘আমরা ইউসিসি কার্যকর করতে বদ্ধপরিকর। পশ্চিমবঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি হবে, হবে, হবে।’

নিজস্ব প্রতিবেদন: অসামাজিক কার্যকলাপ, দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও হিংসাত্মক বিক্ষোভের ঘটনায় সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির জন্য দোষীদের কাছ থেকেই ক্ষতিপূরণ আদায়ের পথ খুলে দিতে সোমবার বিধানসভায় পাশ হল দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিল। ‘পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০২৬’ এবং ‘পশ্চিমবঙ্গ জনশৃঙ্খলা রক্ষা (সংশোধনী) বিল, ২০২৬’ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার শেষে জবাবী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, আগের আইন এবং তার প্রয়োগ, উভয় ক্ষেত্রেই ফাঁকফোকর ছিল। নতুন আইনে সেই সুযোগ আর থাকবে না।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই আইন কোনও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে না। বিধানসভার মেঝে থেকেই তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘যারা আইন মেনে রাজনীতি, সমাজসেবা বা ধর্মীয় কাজ করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ হবে না। এই আইন শুধুমাত্র গুন্ডা ও অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িতদের জন্য।’

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, অতীতে আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে রাজনৈতিক সমঝোতা ও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির কারণে বহু অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সিএএ-বিরোধী আন্দোলন, নূপুর শর্মার মন্তব্যকে কেন্দ্র করে অশান্তি এবং ওয়াকফ সংশোধনী আইনকে ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় হওয়া দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের একাধিক ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেই সব ঘটনায় সরকারি সম্পত্তির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের বাড়ি, দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তদের প্রকৃত ক্ষতিপূরণ আদায়ের কার্যকর কোনও পৃথক আইনি ব্যবস্থা এতদিন ছিল না।

নতুন আইনের আওতায় ক্ষয়ক্ষতির দ্রুত মূল্যায়ন করে দোষীদের কাছ থেকেই ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়োজনে অভিযুক্তদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলামের মাধ্যমেও সেই অর্থ আদায় করা হবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন। তাঁর কথায়, ‘শুধু জেল নয়, প্রয়োজনে সম্পত্তি সংযুক্ত করে সুদ-সহ তিনগুণ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে।’ বিল দুটির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্যে প্রচলিত অনুরূপ আইনের উদাহরণও তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, দেশের একাধিক রাজ্যে এ ধরনের আইন বহু বছর ধরেই কার্যকর রয়েছে এবং সেগুলির সাংবিধানিক বৈধতাও সর্বোচ্চ আদালতে স্বীকৃতি পেয়েছে।

শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে খুলছে নৈহাটি জুট মিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যের শ্রম মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের হস্তক্ষেপে এবার খুলতে চলেছে নৈহাটি জুটমিল। প্রসঙ্গত, কাঁচা পাটের অভাব এবং কাঁচা পাটের অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ দর্শিয়ে মালিকপক্ষ গত ৬ জুন মিলের গেটে সাময়িক বন্ধের নোটিস ঝুলিয়ে দিয়েছিল। মিল বন্ধের জেরে বিপাকে পড়েন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক। সোমবার কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েটে শ্রম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের নেতৃত্বে এবং প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বিশেষ শ্রম কমিশনার আশিস সরকার, অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার রজত পাল এবং ব্যারাকপুরের ডেপুটি শ্রম কমিশনার মনোজ কুমার সাহা হাজির ছিলেন। দীর্ঘ আলোচনায় অবশেষে জট কেটে যায়। যদিও আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামী ৩ জুলাই থেকে পুনরায় মিলে কাজ চালু হবে। তবে শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বন্ধ থাকা নৈহাটি জুটমিল খোলার খবরে বেজায় খুশি শ্রমিক মহল্লার মানুষজন। অন্যদিকে, হাওড়ার দাশনগর ভারত জুটমিলের সমস্যা নিয়ে নিউ সেক্রেটারিয়েটে শ্রমমন্ত্রী এবং শ্রম দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে বিশেষ শ্রম কমিশনার আশীষ সরকার এবং হাওড়ার ডেপুটি শ্রম কমিশনার সুমন্ত রায় হাজির ছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর ভারত জুটমিলে ইন্সপেকশনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইন্সপেকশনের মাধ্যমে ওই মিলের শ্রমিকদের বেতন, গ্র্যাচুইটি, পিএফ সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ফিরহাদ-ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলর শামস ইকবাল, জামিন ৬ ঘণ্টাতেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যবসায়ীর থেকে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শামস ইকবালকে। তবে গ্রেপ্তারির ৬ ঘণ্টার মধ্যেই জামিন হয়ে যায় শামস ইকবালের। ১০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পান তিনি। রাজনৈতিক মহলে খবর, ফিরহাদ ঘনিষ্ঠ শামস। গার্ডেন রিচের এক ব্যবসায়ীকে চমকিয়ে ৭০ লক্ষ টাকা তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন ফিরহাদ হাকিম ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন এই তৃণমূল কাউন্সিলর। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মহম্মদ শাদাব নামের এক ব্যক্তি। তবে এই অভিযোগ জানানোর পর ৬ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি আদালতে জানান, অভিযোগ তুলে নিতে চান তিনি।

এদিকে সূত্রে খবর, আলিপুর আদালতে দু’পক্ষেরই আইনজীবী বিচারকের সামনে সওয়াল করেন, ‘ব্যবসায়িক লেনদেন রয়েছে দীর্ঘদিনের চেনা। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, তা সমঝোতা হয়ে গিয়েছে।’ এরপরই বিচারক অভিযোগকারীর কাছে জানতে চান, অভিযোগকারী অভিযুক্তর উপর থেকে অভিযোগ তুলতে চান কি না। উত্তরে অভিযোগকারী সম্মতি জানানোতে ১০০০ টাকার বন্ডে শামস ইকবালকে জামিন দেয় আদালত।

এদিকে সোমবার সকালেই শামস ইকবালকে একেবারে গার্ড করে থানা থেকে বার করে। যে দৃশ্য বিগত কয়েকদিনে দেখা যায়নি। সব্যসাচী দত্তকেও প্রিজন ভ্যানে তোলার সময়ে ঢিম ছুড়েছিল জনতা। কিন্তু এদিন থানা থেকে এমনভাবে শামসকে গার্ড করে বার করা হয়, সাংবাদিকরাও তাঁর ছবি তুলতে পারেননি।

প্রসঙ্গত, গার্ডেন রিচের প্রভাবশালী কাউন্সিলর শামস। তাঁর জীবন অত্যন্ত বর্ণময়। ২০২১ সালের পুরভোটে গার্ডেনরিচ থেকে রেকর্ড ভোটে জিতেছিলেন তিনি। পুরসভায় লাল রঙের চোখধাঁধানো অ্যাস্টন মার্টিন গাড়ি নিয়ে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। শামসের সামাজিক মাধ্যমের পেজে চোখ রাখলেই বোঝা যায়, তাঁর জীবনযাত্রা কতটা বর্ণময়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সান্নিধ্যে থাকতেই পছন্দ করতেন শামস। শুধু তাই নয়, ২০২১ সালের কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে একমাত্র তৃণমূল প্রার্থী, যিনি কার্যত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন। অভিযোগ ওঠে, মূল বিরোধীদল গুলির কাউকে ভোটে দাঁড়াতে দেয়নি, উল্টো দিকে। সূত্রের খবর, কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক। গার্ডেনরিচ এবং মেটিয়াবুরুজ এলাকায় তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য। রাজ্যে পালাবদলের পর এখন এই ইকবালই নাম লিখিয়েছিলেন বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের তালিকায়। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মডেলে যুক্ত হয়ে প্রতি বৈঠকে হাজির থেকেছেন। সম্প্রতি যোগা দিবসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পা ধরেও প্রণাম করেছিল এই কাউন্সিলর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

PUBLIC NOTICE
General Power of Attorney

This is to inform the general public that, by virtue of Deed No. I-5881/2013, registered on 08 August 2013 before the ADSR-I, Chinsurah, Hooghly, Mr. Tapan Bhowal, Mr. Swapan Bhowal, and Mr. Khokon Bhowal jointly purchased a parcel of land from Mr. Sunilendu Goswami, Mr. Bimalendu Goswami, Mrs. Switi Bhowmik, and Mrs. Ila Mukherjee. The property is situated at Mouza–Bali, measuring 0.0898 acres, and was duly registered in the names of the above purchasers. Subsequently, on 15 May 2017, the owners entered into a Development Agreement with M/s Bhowal Real Estate Pvt. Ltd., represented by its Proprietor, Mr. Swapan Bhowal, vide Development Deed No. 2269/2017, registered before the ADSR, Chinsurah, Hooghly, for the construction and development of residential flats and commercial units on the said property. Thereafter, on 18 November 2021, Mr. Tapan Bhowal and Mr. Khokon Bhowal executed a General Power of Attorney, being Deed No. 7307/2021, registered before the DSR-II, Chinsurah, Hooghly, authorizing Mr. Swapan Bhowal to act on their behalf in respect of the said property. In exercise of the powers conferred under the said General Power of Attorney, Mr. Swapan Bhowal, on behalf of M/s Bhowal Real Estate Pvt. Ltd., sold Shop No. 1, situated on the Ground Floor, having a Super Built-up Area of 972.40 sq. ft. and a Carpet Area of 884.00 sq. ft., in favour of: 1.Smt. Kautury Chattapadhyay, Daughter of Mr. Subir Kumar Chattapadhyay; and 2.Dr. Sagnik Mukherjee, Son of Mr. Prabhat Mukherjee. **Schedule of Property** Registration District: Hooghly , Police Station: Chinsurah , J.L. No.: 9 ,Mouza: Bali , R.S. Khatian No.: 1330 , L.R. Khatian Nos.: 6223 (Swapan Bhowal) ,6224 (Tapan Bhowal) , 6225 (Khokon Bhowal) , R.S. Dag No.: 504 , L.R. Dag No.: 701 , Under: Chinsurah Municipality The aforesaid purchasers, namely Smt. Kautury Chattapadhyay and Dr. Sagnik Mukherjee, have applied for mutation of the said property before the Mogra-Chinsurah Block Land & Land Reforms Office. The details of the mutation applications are as follows: Mutation Case No. 1901/2026 –Dr. Sagnik Mukherjee, Mutation Case No. 1902/2026 –Smt. Kautury Chattapadhyay. If any person has any objection, claim, right, title, interest, or dispute regarding the above-mentioned property or the proposed mutation, such objection must be submitted in writing before the competent authority at the Mogra-Chinsurah Block Land & Land Reforms Office within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice. If no objection is received within the stipulated period, the concerned authority shall proceed in accordance with law. **Sd/-**
Parabir Kumar Roy Advocate
Alipore Judges' Court

আমমোক্তারনামা

[illegible]

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

আশরফ আলি
পাড়ুয়া, হুগলী

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 18/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10257 নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Nowsar Ali S/o. Md. Fakir Mondal ও Md. Nowsarali S/o. Fakir Mohammad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি Priyanka Nayek D/o. Late Bablu Nayek & Kamala Nayek, R/o. Bonder Bill, Gayen Para, Dankuni, Hooghly-712311, গত ইং 27.03.2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Priyanka Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। 16.06.2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 165 নং এফিডেভিট বলে আমি Priyanka Khatun ও Priyanka Nayek D/o. Late Bablu Nayek & Kamala Nayek, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি Amrita Shaw D/o. Narendra Shaw & Late Usha Shaw, R/o. Uttar Subhas Palli, Monoharpur, Dankuni, Hooghly-712311, গত ইং 20.03.2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Amrita Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। 20.06.2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16 নং এফিডেভিট বলে আমি Amrita Khatun ও Amrita Shaw D/o. Narendra Shaw & Late Usha Shaw, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 25/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 15462 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Saidul Haque S/o. Lt. Sk Kader Box, R/o. Dighaneswar, Nagbol, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sekh Saidul Haque S/o. Sk Kader Box & Seikh Sahidul Haque S/o. Shaikh Kader Box ও আমার পিতা Sk Kader Box & Shaikh Kader Box & Kader Abdul S/o. Sk Fakirbox Abdul & Sk Kader Box S/o. Sk Fakir Mohammad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। যাহা 2002 সালের ভোটার লিস্টে (187 Bansberia Assembly, Part No. 14, Sl. No. 140, Hooghly), পিতার নামীয় এল.আর. পরচায়, এবং আমার ও পিতার বিভিন্ন নথিপত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উক্ত এফিডেভিট বলে আমি ভুলগুলি পরিবর্তন করিতে চাই।

গত 29/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 15592 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sk Abul Hasem S/o. Sk Mofej Uddin, R/o. Panchpara, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Habiba Khatun) প্যান কার্ডে ও মাধ্যমিক পরীক্ষার নথিপত্রে (W.B.B.S.E.) আমার সঠিক নাম Sk Abul Hasem-এর পরিবর্তে Abdul Hasem লিপিবদ্ধ আছে এবং এই এফিডেভিট বলে সকল নথিপত্রে আমার সঠিক নাম Sk Abul Hasem লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Sk Abul Hasem ও Abdul Hasem S/o. Sk Mofej Uddin, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, শিখিরা হরিদাসপুর, পাড়ুয়া,হুগলী নিবাসী **১)শ্রী রীনা গাঙ্গুলী**, স্বামী – শ্রী মাধব প্রসাদ গাঙ্গুলী, এফ.জি.স্ট্রিট, তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর,হুগলী নিবাসী **২) শ্রীমতী তপতী চ্যাটার্জ্জী**, স্বামী – শ্রী শুভেন্দু চ্যাটার্জ্জী ১ ও ২ এর পিতা মৃত পাঁচু গোপাল মুখোপাধ্যায় ও হাটখোলা মুক্তারপাড়া, [illegible]

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি **শঙ্কর টুডু**, পিতা সাগর টুডু, সাকিম বারুইপাড়া, পাটুলীগ্রাম, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১, পঃবঃ, সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত, আমার নামীয় সম্পত্তি যাহা জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, ৯৯ নং জে.এল. ভুক্ত, পাটুলী মৌজায় অবস্থিত, যাহার হাল এল.আর. খতিয়ান নং ৯৭৪, হাল এল.আর. দাগ নং ৫৫, শুনা জমি ১৮ শতক, তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিব। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তাহারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার সহিত উপরোক্ত ঠিকানায় (ফোন নং- ৯০৯৩৮৭৩০৪৩) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমি নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন যেকোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পন্ন করিব। - **শঙ্কর টুডু**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে **১)শ্রী নন্দদুলাল নাথ, ২)শ্রী প্রবীর নাথ, ৩)শ্রীমতী শঙ্করী নাথ, ৪)শ্রীমতী পদ্মাবতী নাথ**, সকলের পিতা মৃত শিবচন্দ্র নাথ, **৫)শ্রীমত্যা মীনাক্ষী নাথ**, মৃত জয় গোপাল নাথ, **৬)শ্রী রাজকুমার নাথ, ৭)শ্রী গিরধারী নাথ, ৮)শ্রী রামচন্দ্র নাথ, ৯)শ্রীমতী রীতা নাথ**, ৫ নং এর স্বামী ও ৬ থেকে [illegible]

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনগণকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন আদালতে এবং বি.এল. অ্যান্ড এল.আর অফিসে নিম্নলিখিত 'ল', ক্লার্কস কাজ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাউন্সীল অফিস শিয়ালদা কোর্ট কমপ্লেক্স (৭ম তল) ১ নং বেলেঘাটা রোড, কলকাতা- ৭০০০১৪, ঠিকানায় তাঁহার নামে লাইসেন্স করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারোও আপত্তি থাকিলে পর বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে উপোরক্ত ঠিকানায় কাউন্সীল অফিসে জানাইতে পারেন। জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, শ্রী উত্তম মান্না, থানা-পটাশপুর, সাং- সেলমাবাদ।

Adhir Manna
President
All India Law Clerks Federation
West Bengal State Committee, 27-06-2026

CHANGE OF NAME

I, **Manoj Verma** son of Rajendra Verma of H.NO-66, B.L.NO-10, Po-Kankinara, P.S-Bhatpara, District:- North 24 Parganas, Pin-743126 declare that my name has been recorded as Jitendra Sonar in the birth certificate of my son namely Subham Verma and Poonam Verma is my legally wife and her name has been recorded as POONAM SONAR VERMA in his birth certificate issued by the Kalyani Municipality and my son's name has been recorded as Subham Sonar in his birth certificate. Manoj Verma AND Jitendra Sonar is the same and one identical person who refers to me and Poonam Verma and Poonam Sonar Verma is the same and one identical person who refers to my wife and Subham Verma and Subham Sonar is the same and one identical person who refer to my son on the strength of Affidavit of 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore vide S.L.NO-162 dated 16-06-2026.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন

[illegible]

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫০০৬০/ ৯০০৭২৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৩০শে জুন, ১৫ই আষাঢ়। মঙ্গল বার, প্রতিপদ তিথি। জন্মে ধনু রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি ও বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বুদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ বুধ । প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : গৌর বর্নের মানুষ থেকে সচেতন থাকতে হবে। যার সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : গুপ্ত শত্রু।পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : গুপ্ত শত্রু । আর্থিক সহযোগিতা বাধা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : কৃষ্ণ বর্নের মানুষ থেকে সচেতন থাকতে হবে। অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একুশে জুলাই নিয়ে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর 'রাস্তা মেপে কী হবে, আবেদন করুন, যেখানে মনে হবে সেখানে করতে দেব'

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: একুশে জুলাইয়ের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের প্রস্তুতি ও সভাস্থল নিয়ে জল্পনার মাঝেই বিধানসভায় কটাক্ষের সুরে আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাস্তা মেপে সমাবেশের পরিকল্পনা নিয়ে বিরোধীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ফিতে নিয়ে রাস্তা মাপতে যাচ্ছেন কেন? সভা করতে চাইলে আবেদন করুন। যেখানে মনে করব, সেখানে অনুমতি দেব। বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাস্তা আটকে সমাবেশ কেন হবে? লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি আসেন, তাহলে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড রয়েছে। আমরা ব্রিগেডই দেব। দম আছে সেখানে সভা করার?

এরপরই বিরোধীদের জনসমর্থন নিয়ে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, আরে, আপনাদের তো প্রচুর লোক! ৩০ লক্ষ লোক হয় না? ২০১১ সালেও তো ব্রিগেডে গিয়েছিলেন। এবারেও চলুন না, ব্রিগেডে যান। দম থাকলে লড়ুন। কোনও অসুবিধা নেই। তবে আপনাদের সঙ্গে লোক আসবে না। আস্তে আস্তে সব দেখতে পাবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পালটা জবাব দেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, আমরা ব্রিগেড ভরিয়ে দিতে পারি। একুশে জুলাইয়ের সমাবেশকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরের আবহে মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলের এই পালটাপালটি মন্তব্য রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা উসকে দিয়েছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপন করল 'বাংলার সোনা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স বাংলার গর্ব ও স্বর্ণসম ব্যক্তিত্বদের সম্মান জানাতে শুরু করল এক বিশেষ সম্মাননা; 'বাংলার সোনা'। এই সম্মাননার প্রথম প্রাপক হলেন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ দেবজ্যোতি মিশ্র। রবিবার, ২৮ জুন, কলকাতার রবীন্দ্র সদন-এ তাঁর সংগীতজগতের ত্রিশ বছরের পথচলার উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়। 'রবির আলোয় সত্যজিৎ'; দেবজ্যোতি মিশ্রের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় এবং শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলোর ছটা কীভাবে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে, তার এক অনন্য সৃজনশীল উপস্থাপনা। অনুষ্ঠানে দেবজ্যোতি মিশ্রের বাদনের সঙ্গে সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য, জয়তী চক্রবর্তী, উপল সেনগুপ্ত, সাহেব চট্টোপাধ্যায় এবং অন্বেষা দত্ত গুপ্ত।

হিন্দু সাম্রাজ্য দিবসে দেশপ্রেম ও আত্মমর্যাদায় পূর্ণ এক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উদ্যোগে নিউটাউনের রাজারহাটে রবিবার সন্ধ্যায় আচার্য মহাপরাগ্য মহাশ্রমণ শিক্ষা ও গবেষণা ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসের মহাশ্রমণ অডিটোরিয়ামে 'হিন্দু সাম্রাজ্য দিবস'-এর এক জাঁকজমকপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ উদ্‌যাপনের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট নাগরিক, শিক্ষাবিদ, শিল্পপতি, সমাজকর্মী এবং যুবকরা উপস্থিত ছিলেন। ভারত মাতা এবং বীর শিবাজির প্রতিকৃতিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও পুষ্প অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, এরপর সমবেতভাবে 'বন্দে মাতরম' গানটি গাওয়া হয়। এরপরে রাকেশ সারিয়ার একটি দেশাত্মবোধক গানের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা পুরো অডিটোরিয়ামকে দেশপ্রেম ও জাতীয় গর্বের অনুভূতিতে ভরিয়ে তোলে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বিনয় গুপ্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ও উদ্যমের সঙ্গে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি কমল কুমার দুগ্গড়জি তাঁর অনুপ্রেরণামূলক ভাষণে বলেন যে, হিন্দু সাম্রাজ্য দিবস কেবল একটি ঐতিহাসিক উদ্‌যাপন নয়, বরং এটি ভারতীয় সংস্কৃতি, আত্মসম্মান এবং জাতীয় চেতনার এক মহোৎসব। তিনি জাতীয় স্বার্থ, সামাজিক সম্প্রীতি এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের জন্য সমাজকে সংগঠিত হয়ে নিরন্তর কাজ করার আহ্বান জানান। নিউটাউন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর চেয়ারম্যান ইন্দ্র নাহাতা, এএমএমইআরএফ-এর সেক্রেটারি সুরেন্দ্র বোরাদ এবং ট্রাস্টি বিজয় বাভালিয়ার নেতৃত্বে আরএসএস-এর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠানটি সফলভাবে আয়োজিত হয়। কলকাতা মহানগর পরিষদের সাম্মানিক সংঘ চালক, রমেশ সরওয়াগীর উপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মতুয়া প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার মতুয়া মাতৃসেনার সভানেত্রী ও বাগদা বিধানসভার বিধায়ক সোমা ঠাকুরের নেতৃত্বে এবং অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের একটি প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সিএএ- এর দ্রুতীকরণ, জাতিগত শংসাপত্র যাচাই এর ক্ষেত্রে সরলীকরণ, মতুয়া, নমঃশূদ্র তথা সমগ্র পিছিয়ে পড়া সমাজের শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক সহ সার্বিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এছাড়াও বিকাশ প্রসঙ্গে লিখিত আকারে ১২টি বিন্দুতে অনুগ্রহ পত্র মুখ্যমন্ত্রীর নিকট তুলে দেওয়া হয়েছে যাতে প্রগতির সঙ্গে মতুয়া সমাজের উন্নয়ন অব্যাহত থাকে। মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত কথা শুনেছেন এবং মতুয়া বোর্ডের আর্থিক প্রবৃদ্ধির সহিত মতুয়াদের সার্বিক বিকাশের প্রতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বিধানসভায় প্রকাশ্যে তৃণমূলের দ্বন্দ্ব, কটাক্ষে ক্ষুব্ধ শোভনদেব, বক্তব্য রাখতেই অস্বীকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে সোমবার ফের প্রকাশ্যে চলে এল তৃণমূল কংগ্রেসের দুই শিবিরের সংঘাত। গুন্ডাদমন বিল নিয়ে আলোচনার সময় কালীঘাটপন্থী এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল শিবিরের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিধানসভার মধ্যেই প্রকাশ্যে আসায় একসময় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। শাসকদলের কটাক্ষে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত নিজের নির্ধারিত বক্তব্যই রাখলেন না।

সোমবার বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ বিল নিয়ে আলোচনার জন্য বিরোধী দলের নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ ছিল। বিরোধী দলের মুখ্য সচেতকের দপ্তর থেকে যে বক্তাদের তালিকা অধ্যক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছিল, সেখানে কালীঘাটপন্থী শিবিরের অন্যতম প্রবীণ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নামও ছিল।

নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বক্তব্য রাখতে উঠে শোভনদেব প্রথমেই বিলের আলোচনায় না গিয়ে একটি 'পয়েন্ট অফ অর্ডার' তোলার অনুমতি চান। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি বলেন, আমরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের...। এই কথাটুকু উচ্চারণের পরই শাসকদলের বেঞ্চ থেকে শুরু হয় প্রবল হইচই ও কটাক্ষ।

বিধানসভার ভেতর থেকেই একাধিক বিধায়ক 'কালীঘাট তৃণমূল' বলে ব্যঙ্গ করতে শুরু করেন। এক প্রভাবশালী মন্ত্রী প্রকাশ্যেই মন্তব্য করেন, নিজেদের ঘরের ঝামেলা আগে নিজেদের ঘরে গিয়ে মেটান, বিধানসভার সময় নষ্ট করবেন না। শাসকদলের আরও কয়েকজন বিধায়ক বলতে থাকেন, ওটা আর সর্বভারতীয় দল নয়, এখন কালীঘাট তৃণমূল। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতেই হস্তক্ষেপ করেন পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। তিনি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে বলেন, বিধানসভার বক্তাদের তালিকা বিরোধী দলের মুখ্য সচেতকের সুপারিশ অনুযায়ী অধ্যক্ষের দপ্তর থেকে নির্ধারিত হয়। সরকারের এ বিষয়ে কোনও ভূমিকা বা হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। দলের নাম বা বক্তার তালিকা নিয়ে আপত্তি থাকলে তা বিরোধী দলের মুখ্য সচেতকের সঙ্গেই আলোচনা করার পরামর্শ দেন তিনি।

এরপর অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানান। কিন্তু শাসকদলের কটাক্ষে স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট শোভনদেব জানিয়ে দেন, এই পরিস্থিতিতে তিনি আর বক্তব্য রাখবেন না। তাঁকে সিদ্ধান্ত বদলাতে বোঝানোর চেষ্টা করেন একই বেঞ্চে থাকা কুণাল ঘোষ। তিনি শোভনদেবের আসনের কাছে গিয়ে বারবার অনুরোধ করলেও নিজের অবস্থান থেকে সরেননি প্রবীণ বিধায়ক। শেষ পর্যন্ত সময় নষ্ট না করে অধ্যক্ষ পরবর্তী বক্তার নাম ঘোষণা করেন এবং বিলের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য শাসকদলের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলকে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানান। গুন্ডাদমন বিলের আলোচনা ঘিরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিধানসভার অন্দরে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই শিবিরের রাজনৈতিক টানাপোড়েন ফের প্রকাশ্যে চলে এল বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৩০ জুন ২০২৬, ১৬ আষাঢ় ১৪৩৩, মঙ্গলবার

বিধায়কদের জন্য দু'দিনের প্রশিক্ষণ শিবির

■ জনপ্রতিনিধি হিসেবে বিধায়কদের দায়িত্ব ও পরিষদীয় কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা দিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করছে রাজ্য বিধানসভার পরিষদীয় দপ্তর। সোমবার বিধানসভায় এই ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু। অধ্যক্ষ জানান, আগামী ৩ ও ৪ জুলাই নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে দু'দিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। দেশের সাতটি রাজ্যের বিধানসভার অধ্যক্ষ এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য তুলে ধরবেন। রথীন্দ্র বসু বলেন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে বিধায়কদের দায়িত্ব, আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া, বিধানসভার নিয়মকানুন, প্রশ্নোত্তর পর্ব, বিভিন্ন সংসদীয় বিধি এবং পরিষদীয় কাজকর্ম সম্পর্কে সদস্যদের আরও দক্ষ করে তোলাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। তিনি জানান, এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেওয়ার জন্য বিধানসভার সমস্ত সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। নতুন ও প্রবীণ; উভয় ধরনের সদস্যদের কাছেই এই কর্মসূচি কার্যকর হবে বলে আশা প্রকাশ করেন অধ্যক্ষ।

'ব্রিগেড ভরানোর ক্ষমতা আমাদের আছে'

■ **বিধানসভায় সভাস্থল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কুণাল ঘোষ। ব্রিগেড সমাবেশ এবং রাজনৈতিক কর্মসূচির অনুমতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পালটা প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, ব্রিগেড ভরানোর ক্ষমতা তৃণমূলেরও রয়েছে। তাই সভার জায়গা নিয়ে 'মাপজোক' করার কোনও প্রয়োজন নেই। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেন, ফিতে নিয়ে রাস্তা মাপতে যাচ্ছেন কেন? মিটিংয়ের জন্য আবেদন করবেন, যেখানে মনে করব সেখানে করতে দেব। রাস্তা আটকে সমাবেশ হবে না। যদি লক্ষ লক্ষ লোক আনার ক্ষমতা থাকে, তা হলে ব্রিগেডে সভা করুন। দম আছে করার? এর জবাবে কুণাল ঘোষ বলেন, আমরা ব্রিগেড ভরিয়ে দিতে পারি। তাহলে এত রাগ কেন? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে গিয়ে ফিতে দিয়ে মাপি, তাতে সমস্যা কোথায়? কুণালের দাবি, কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচির আগে সম্ভাব্য সভাস্থল পরিদর্শন বা পরিমাপ করা অস্বাভাবিক নয়। তাঁর কথায়, রাজনৈতিকভাবে শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা তৃণমূলের রয়েছে এবং ব্রিগেডে জনসমাবেশ করতেও তাদের কোনও অসুবিধা হবে না। সভাস্থল এবং রাজনৈতিক সমাবেশকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের এই বাকযুদ্ধ সোমবার বিধানসভার রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দেয়।**

ফের ডিম থেরাপির শিকার

■ **তোলাবাজি, বেআইনি নির্মাণ, মারধর-সহ একাধিক অভিযোগে ধৃত পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল কাউন্সিলর। ধৃত কাউন্সিলরের নাম জয়ন্ত দাস ওরফে গোবিন্দ। তিনি পানিহাটি পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর। রবিবার তাঁকে আগরপাড়ার তেঁতুলতলা এলাকা থেকে পাকড়াও করে খড়দা থানার পুলিশ। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।**

সোমবার বেলায় তাঁকে খড়দা থানা থেকে বের করে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় ধৃত কাউন্সিলর ডিম থেরাপির শিকার হন। তাঁকে লক্ষ্য করে চোর চোর স্লোগান তোলেন ক্ষিপ্ত জনতা। তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দিয়ে কোনওক্রমে তাঁকে পুলিশ প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে আদালতের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। নিজেদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ ধৃতের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, 'বাংলার বাঘ'. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিধানসভায় তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

৫৮টি বড় রাস্তার 'ক্রসিং' ও ফুটপাথের 'শ্রী' ফেরানোর কাজ শুরু পুরসভা ও পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার হাল ফেরাতে মহানগরের গুরুত্বপূর্ণ ৫৮টি বড় রাস্তার 'ক্রসিং' ও সমস্ত ফুটপাত পথচারীদের ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করছে পুরসভা ও পুলিশ। কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই ক্রসিংয়ের দু'পাশে ৪৫ ফুটের মধ্যে হকার থাকলে উঠে যেতে হবে। এদিকে পুরসভা সূত্রে খবর, এখনই সরাসরি বড়মাপের উচ্ছেদ অভিযান শুরু না হলেও তিলোত্তমার 'ঐতিহ্য ও সৌন্দর্য' ফেরাতে শহরবাসীর দাবি মেনে হকার নিয়ন্ত্রণে একগুচ্ছ কড়া পদক্ষেপ শুরু হচ্ছে। পাশাপাশি মহানগরের 'কালো পিচ রাস্তা'র কোথাও যাতে একজন হকারও না থাকে তা নিয়ে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালাতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে পুরপ্রশাসন। কলকাতার সমস্ত স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, সরকারি দপ্তর, শপিং মল, পুর মার্কেট ও নামী প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথের দু'পাশে থাকা সমস্ত হকারকে অবিলম্বে সরে যেতে হবে বলে জানান পুর কমিশনার ও প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে।

এদিকে সূত্রে খবর, টাউন ভেন্ডিং কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ার পর যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে না, তাঁদের আর ভেন্ডিং লাইসেন্স দেওয়া হবে না। আগে প্রস্তুত হওয়া ৮৭২৭ জনের ভেন্ডিং সার্টিফিকেট তালিকার ক্ষেত্রেও ফের এসআইআর সংক্রান্ত নথি যাচাই বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। প্রশাসনের অভিযোগ, কিছু ইউনিয়ন নেতার বিরুদ্ধে বিদেশি নাগরিকদের বেআইনিভাবে হকারির সুযোগ দেওয়ার অভিযোগও উঠছে, যা খতিয়ে দেখা হবে।

পার্ক স্ট্রিটে দুর্ঘটনার কবলে পুলকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি পুলকার। এই দুর্ঘটনায় আহত হন চালক-সহ চার জন। এর মধ্যে ৩ জন স্কুলপড়ুয়া। এই দুর্ঘটনায় একটি প্রাইভেট গাড়ি এবং ওই পুলকারটিকে আটক করেছে পুলিশ। গাড়ি দু'টির চালককেও আটক করা হয়েছে।

সূত্রে খবর, পুলকারটিতে একাধিক স্কুল পড়ুয়া ছিল। সাতসকালে তাঁরা স্কুলে যাচ্ছিল। হঠাৎ রেড রোডের দিক থেকে আসা গাড়িটি জেএন আইল্যান্ডের কাছে পুলকারটিতে ধাক্কা মারে। এরপর রেড রোডের দিক থেকে আসা একটি গাড়ির ধাক্কায় উলটে যায় পুলকারটি। জখম হয় তিন স্কুলপড়ুয়া। এছাড়াও দুর্ঘটনায় জখম হন পুলকারের চালকও। পড়ুয়াদের মধ্যে এক জনকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্য পড়ুয়াদের বিকল্প গাড়িতে স্কুলে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে ময়দান থানার পুলিশ। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, এই দুর্ঘটনায় পুলকারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাইভেট গাড়ির সামনের অংশটিও দুমড়ে মুছড়ে গিয়েছে।

কাশীনাথ দত্ত স্ট্রিটে ভেঙে পড়ল দোতলা বাড়ির একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জোড়াবাগান থানা এলাকার ২৪ নম্বর কাশীনাথ দত্ত স্ট্রিটে ভেঙে পড়ল একটি পুরনো দোতলা বাড়ির একাংশ। সূত্রে খবর, কলকাতা পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের এই দুর্ঘটনায় বাড়ির ভেতরে আটকে পড়েন এক বৃদ্ধা-সহ মোট চার জন।

খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জোড়াবাগান থানার পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং দমকল কর্মীরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালিয়ে বাড়ির ভেতরে আটকে থাকা চারজনকেই বের করে আনা সম্ভব হয়। বর্তমানে তাঁদের স্থানীয় একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। দমকল বাহিনী এলাকায় ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চালাচ্ছে।

এদিকে প্রতিবেশীদের অভিযোগ, কোনওরকম সংস্কার না হওয়ায় বাড়িটি দীর্ঘদিন ধরেই অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। এই বিষয়ে প্রাক্তন পুর প্রতিনিধিকে একাধিকবার জানানো হলেও কোনও সুরাহা মেলেনি। বাসিন্দাদের দাবি, বাড়িটির একাংশ ভেঙে পড়ায় পাশের একটি বাড়ির দেওয়ালও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁদের আশঙ্কা, ভাঙা অংশটি যদি পেছনের বদলে সামনের দিকে পড়ত, তবে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, কয়েকশো বছরের পুরনো বাড়ি। কতবার আমরা কর্পোরেশনকে জানিয়েছি। কিন্তু একটা বোর্ডও টাঙানো হয়নি।'

জয়প্রকাশের মামলা থেকে সরলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরও বিপাকে তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর পাশাপাশি তার মামলা শুনবেন না বলেই জানিয়ে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। প্রসঙ্গত, জামিন চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন জয়প্রকাশ মজুমদার। এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে। কিন্তু সেখানেই ধাক্কা খেলেন তৃণমূলের জেলবন্দি নেতা। সূত্রের খবর, কোন বিচারপতি মামলা শুনবেন, তা ঠিক করবেন প্রধান বিচারপতি।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বাড়ি দখলের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারকে। চলতি মাসের ৩ তারিখ দুপুরে সল্টলেক এলাকা থেকে তাঁকে প্রথমে আটক করে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে ১২ বছর ধরে বাড়ি দখল করে রাখার অভিযোগ ছিল। ভাড়া চাইতে গেলে বাড়ির মালিককে দেওয়া হত হুমকি। এই অভিযোগে জয়প্রকাশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা। এরপরেই পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে জয়প্রকাশকে আটক করে। বাড়ির মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত তৃণমূল নেতাকে নিয়ে সল্টলেকের ওই বাড়িতে তল্লাশিতেও গিয়েছিল পুলিশ। ভ্যান থেকে নামতেই জয়প্রকাশকে ঘিরে ধরে জনতা। তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর ডিমও ছোড়েন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

বহুতলের জন্য নতুন নির্দেশিকা ও ফর্ম প্রকাশ পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তারাতলার ঘটনার পর শহরের নির্মাণ পরিকাঠামো নিয়ে কড়াকড়ি শুরু করে প্রশাসন। পুরসভার ১১ জনের বিশেষ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির সিদ্ধান্তের পর, সোমবার নতুন নির্দেশিকা ও ফর্ম প্রকাশ করেন পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। বেআইনি এবং ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ রুখতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সমস্ত নির্মীয়মাণ বহুতল কর্তৃপক্ষকে এই নির্দিষ্ট ফর্মটি পূরণ করে অবিলম্বের নিজের এলাকার বরো অফিসে অথবা পুরসভার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে (ই-মেল মারফত) জমা করতে হবে।

এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, শহরের বুকে গড়ে ওঠা বহুতলগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে কলকাতা পুরসভার ১৬টি বরো এলাকার জন্য ১৬টি পৃথক বিশেষ অডিট টিম গঠন করা হয়েছে। এই দলগুলি শুধুমাত্র পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে গঠিত নয়, এতে পিডব্লিউডি, কেএমডিএ, রাজ্য শ্রম দপ্তর-সহ একাধিক বিভাগের বিশেষজ্ঞদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নজরদারি আরও নিশ্ছিদ্র করতে প্রতি কমিটিতে কলকাতা পুলিশের প্রতিনিধিদেরও রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে যেখানে দরকার, সেখানে রাজ্য পুলিশও পূর্ণ সহযোগিতা করবে। বরো অফিসগুলির কাছে ইতিমধ্যেই যে সমস্ত অনুমোদিত ও নির্মীয়মাণ প্রকল্পের তালিকা রয়েছে, তা মিলিয়ে দেখে এবার সরাসরি 'ফিল্ড ভিজিটে'নামতে চলেছেন অডিট টিমের সদস্যরা। এরপর অডিট টিমের সদস্যরা প্রতিটি নির্মাণস্থল ঘুরে খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করবেন। সেই রিপোর্ট জমা পড়বে নবান্ন ও পুরসভার শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টেকনিক্যাল কমিটির কাছে। সেই বিশেষ কমিটি সমস্ত কারিগরি দিক খতিয়ে দেখার পরেই সবুজ সংকেত বা পুনরায় কাজ শুরু করার অনুমতি দেবে।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে রেখেছেন, এই স্ক্রুটিনি ও অডিটের ভিত্তিতে মূলত তিন ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। যেমন, যদি কোনও নির্মাণে গুরুতর বিধিভঙ্গ বা গাফিলতি ধরা পড়ে, তবে সেই আবাসন বা বাণিজ্যিক প্রকল্পের অনুমোদন সরাসরি বাতিল করা হবে। এর পাশাপাশি যদি সামান্য কিছু ত্রুটি থাকে, তবে নির্মাণ সংস্থাকে তা শুধরে নেওয়ার সময় ও নির্দেশ দেওয়া হবে। এরপর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে পর্যায়ক্রমে কাজের ক্লিয়ারেন্স মিলবে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এও জানান, ঢালাওভাবে সব কাজ বন্ধ রাখার উদ্দেশ্য সরকারের নেই। যে ওয়ার্ড বা নির্দিষ্ট প্রকল্পের স্পেশ্যাল অডিট শেষ হবে এবং গ্রিন সিগন্যাল মিলবে, তারা সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করতে পারবে। কাউকেই অহেতুক অপেক্ষা করতে হবে না। তবে ৩১ জুলাইয়ের পর আগামী ৯০ দিনের জন্য হাইরাইজ ও বাণিজ্যিক ভবনগুলিতে ফায়ার সেফটি (অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা), লাইটনিং অ্যারেস্টার-সহ অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর আরও একটি বিশেষ অডিট চালানো হবে।

তারাতলা কাণ্ডের পর প্রাথমিকভাবে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে বলে কলকাতা, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, রাজারহাট-নিউটাউন, কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, এনকেডিএ, পুজালি, বারুইপুর, বজবজ, মহেশতলা এবং রাজপুর-সোনারপুর এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়। তবে এরপর এর পরিধি আরও বাড়িয়ে দক্ষিণ দমদম, কামারহাটি, বরানগর এবং হাওড়া পুরসভার আংশিক এলাকা, বিশেষ করে গঙ্গার তীরবর্তী সমস্ত নির্মীয়মাণ প্রকল্পকে এই নিয়মের আওতায় আনা হয়েছে। তবে জনস্বার্থ এবং জরুরি পরিষেবার কথা মাথায় রেখে রেল, মেট্রো রেল, জাতীয় ও রাজ্য সড়ক, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সরকারি প্রকল্প এবং নির্বাচন সংক্রান্ত কাজকে এই নির্দেশিকার বাইরে রাখা হয়েছে।

শহরতলির মাঠ থেকে প্রতিভাবান ফুটবলার তুলে আনতে হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শহরতলি কিংবা গ্রামাঞ্চলের মাঠ থেকে প্রতিভাবান ফুটবলার তুলে আনতে হবে। রবিবার রাতে শ্যামনগর নতুনগ্রাম রোডের যুবকবৃন্দ ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, যুবক বৃন্দের উদ্যোগে স্থানীয় মাঠে বেশ কয়েকবছর ধরে চলছে সুব্রত ভট্টাচার্য ফুটবল একাডেমি। সেই মাঠের উন্নয়নে সাংসদ থাকাকালীন অর্জুন সিং তাঁর সাংসদ তহবিলের প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। সম্প্রতি মাঠের উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাঠের ধারে ক্লাবের তরফে একটি ফলকও বসানো হয়েছে। রবিবার রাতে উক্ত ফলকের উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে মন্ত্রী বলেন, একটা সময় শহরতলি এবং গ্রামের ছেলেরা কলকাতার মাঠে দাপিয়ে বেড়াত। তবে আজ সবই অতীত। কলকাতার বড় বড় ফুটবল দলে এখন বিদেশি খেলোয়াড় ভরে গেছে। ক্রীড়া প্রেমীদের কাছে মন্ত্রীর পরামর্শ, শহরতলি কিংবা গ্রামাঞ্চলের মাঠ থেকে ফের প্রতিভাবান ফুটবলার তুলে আনতে হবে। তাঁর অভিযোগ,

খেলাধুলার প্রসারে বিগত সরকার শহরতলি কিংবা গ্রামাঞ্চলের মাঠগুলোর উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছুই করেনি। তাঁর কথায়, নতুন প্রজন্মকে মাঠমুখী করতেই হবে। সুব্রত ভট্টাচার্য একাডেমি পরিচালিত এই ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করার তিনি আশ্বাস দেন। সুব্রত ভট্টাচার্য একাডেমির অন্যতম কর্তা নবীন সাহা বলেন, ১০ বছর ধরে ওই মাঠে ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চলছে। বর্তমান পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং অনেক আগেই থেকে এই ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে আছেন। উনি সহযোগিতা করে চলেছেন। তাঁর অভিযোগ, মাঠের চারদিক আগাছার জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। জঙ্গল পরিষ্কারের ব্যাপারে ভাটপাড়া পুরসভায় একাধিকবার জানিয়েও কোনও সহযোগিতা মেলেনি। আশা করছি, নতুন সরকারের আমলে ফুটবল একাডেমির উন্নয়নে পুরসভা থেকে অবশ্যই এবার সহযোগিতা মিলবে। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার প্রাক্তন সিআইসি হিমাংশু সরকার-সহ ক্রীড়াপ্রেমীরা।

ইউসিসি কবে হবে, সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) চালু করা হবে, এটা দলের ঘোষিত অবস্থান বলেই সোমবার এমনই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তবে ইউসিসি কবে কার্যকর হবে, সেই সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীই নেবেন বলেও স্পষ্ট করেন তিনি। শমীক এদিন বলেন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) নিয়ে বিজেপির অবস্থান গোটা দেশ ও বিশ্বের কাছে স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠিত হলে ইউসিসি কার্যকর করা হবে, এটা ঘোষিত অবস্থান ছিল বিজেপির। তবে এটি কবে চালু হবে, সেই সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন। দল তার অবস্থান জানাতে পারে, কিন্তু সরকার আলাদা বিষয়।

তিনি আরও বলেন, আমাদের কোনও গোপন এজেন্ডা নেই। দলের

অবস্থান যেমন শুভেন্দু অধিকারী জানেন, তেমনই দলের অন্য নেতারাও জানেন। বিজেপি যা বলে, প্রকাশ্যেই বলে।

আদিবাসী সমাজের প্রসঙ্গ তুলে শমীকের আরও দাবি, কিছু শক্তি আদিবাসীদের মূলধারা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই প্রবণতা রুখতে কেন্দ্রের প্রকল্পগুলি আরও জোর দিয়ে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তাঁর কথায়, আদিবাসী মানুষকে মূলধারা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। সেটা বন্ধ করতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রকল্প সঠিকভাবে কার্যকর করতে হবে।

ইউসিসি নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনারও জবাব দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর দাবি, এই আইন কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, বরং সবার জন্য সমান আইন নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই বিজেপি এই অবস্থান নিয়েছে। বহুবিবাহের প্রসঙ্গও তোলেন শমীক। তিনি বলেন, চারজন স্ত্রী, ১৪টি সন্তান, এই ধরনের বিষয়েও সরকারের অবস্থান স্পষ্ট। আইন সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। রাজ্যে ইউসিসি ইস্যুতে বিজেপি যে নিজেদের অবস্থান আরও জোরালোভাবে তুলে ধরছে, শমীক ভট্টাচার্যের এই বক্তব্যে সেই রাজনৈতিক বার্তাই স্পষ্ট হয়েছে।

ডিজে মামলায় অস্বস্তি কাটল না অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট প্রচারে ডিজে মন্তব্য মামলায় কণ্ঠস্বরের নমুনা নিয়ে আরও অস্বস্তিতে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালত সূত্রে খবর, সোমবারও এই মামলার শুনানি হয়নি। তাঁর মামলার শুনানি ঘিরে অনিশ্চয়তা শুরু হয় কলকাতা হাইকোর্টে। মঙ্গলবারও হবে কি না তা স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, এই মামলায় অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা নিতে আগামী ৩০ জুন তৃণমূল সাংসদকে ডেকে পাঠিয়েছে রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডি।

প্রসঙ্গত, ভোটের প্রচারে ডিজে নিয়ে মন্তব্যের ঘটনায় অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করাতে চায় পুলিশ। ওই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন তৃণমূল সাংসদ। গত বৃহস্পতিবার বিচারপতি কৌশিক চন্দ বেঞ্চে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। সোমবার ওই মামলার শুনানি

হওয়ার কথা ছিল। এদিকে এদিন বিচারপতি চন্দের এজলাস বসেনি। বিকল্প এজলাসে শুনানির চেষ্টা করেন অভিষেকের আইনজীবীরা। এরপর বিকেল ৫টা নাগাদ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে রাজ্যের আইনজীবী জানান, কিছুক্ষণ আগে মামলার নথি দেওয়া হয়েছে। ফলে অন্য কোনও দিন শুনানি করানো হোক। ওই বিষয়ে তিনি জেনে এসে সওয়াল করবেন। এদিকে রাজ্যের আইনজীবীকে ওই বিষয়ে জেনে আসতে নির্দেশ দেন বিচারপতি ঘোষ। সঙ্গে এও জানান, মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট বেঞ্চেই মামলাটি আবার তালিকাভুক্ত হবে।

এরপরই অভিষেকের আইনজীবী জানান, মঙ্গলবার নিশ্চিত শুনানি হবে আদালত সে বিষয়ে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিক। প্রয়োজনে সকালে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে সেই অনুমতি দেওয়া হোক। কারণ, ওই দিনই তাঁর মক্কেলকে নমুনার জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে। না গেলে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করতে পারে। বিচারপতি জানান, মঙ্গলবার মামলাটি শুনানির তালিকায় রাখা হচ্ছে। কিন্তু অন্য বেঞ্চ কী ভাবে মামলা শুনবে তা তিনি ঠিক করে দিতে পারেন না। এরই প্রেক্ষিতে অভিষেকের আইনজীবীর আবেদন, সেটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে একদিনের জন্য হলেও রক্ষাকবচ দেওয়া হোক। যদিও বিচারপতি সেই আবেদনে সাড়া দেননি।

ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে রাজ্য সরকার ও বিজেপিকে একযোগে নিশানা সেলিমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ওবিসি সংরক্ষণ বিল নিয়ে রাজ্য সরকার এবং বিজেপি দু'পক্ষকেই সোমবার একযোগে আক্রমণ করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। সোমবার তিনি বলেন, ওবিসি সংরক্ষণের বিষয়টি নতুন নয়। রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন এবং জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই পশ্চিমবঙ্গে ওবিসি-এ ও ওবিসি-বি মিলিয়ে ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ চালু হয়েছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পথে না গিয়ে নিজের মতো করে ওবিসি তালিকা তৈরি করেছেন।

এদিন সেলিম দাবি করে বলেন, সুপ্রিম কোর্ট বারবার বলেছে, এই পদ্ধতি ঠিক নয়। কিন্তু আরএসএস ও বিজেপি কখনও ওবিসি সংরক্ষণের পক্ষে ছিল না। তাই এখন তারা সংরক্ষণ নিয়েই প্রশ্ন তুলছে।

ভুয়ো ওবিসি শংসাপত্রের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, যারা ভুয়ো শংসাপত্র নিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। কিন্তু তার জন্য গোটা ওবিসি সংরক্ষণ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া যায় না। ভুয়ো শংসাপত্র শুধু ওবিসি নয়, এসসি ও এসটি-সহ সব ক্ষেত্রেই রয়েছে। জালিয়াতদের শাস্তি হোক, কিন্তু প্রকৃত উপভোক্তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া উচিত নয়।

সোমবার রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে সেলিমের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বহু ভুয়ো ওবিসি শংসাপত্র দিয়েছে। কিন্তু তার দায় সাধারণ ওবিসি মানুষের নয়। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকেও কটাক্ষ করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক। তাঁর কথায়, শুভেন্দু অধিকারী ১৫ বছর এই বিষয় নিয়ে মুখ খোলেননি। এখন রাজনৈতিক স্বার্থে ওবিসি নিয়ে আন্দোলন করেছেন। কিন্তু এতদিন তিনি কিছুই বলেননি।

সম্পাদকীয়

জিএসটি শূন্য, তারপরও বাড়ছে মেডিক্লেইমের প্রিমিয়াম, কোথায় যাবে আমজনতা?

আজকালকার বাজারে নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তের সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল আপতকালীন চিকিৎসা খরচ। সরকারি হাসপাতালের দূর্দশার কথা আর আলাদা করে নাইবা বললাম। আর বেসরকারি হাসপাতালের নাম শুনলেই গলা শুকিয়ে যায় সাধয়রণ মানুষের। কারণ, লাগামছাড়া বিল। এখানে রোগী হয়তো সুস্থ হল, কিন্তু বিল মেটাতে ঘটি, বাটি বিক্রি করার জোগাড় হয় পরিবারের। এর থেকে মুক্তির এক এবং একমাত্র ওপায় হল স্বাস্থ্যবিমা বা মেডিক্লেইম। তাই এক বড় অংশের মানুষ আর কিছু হোক না, একটা মেডিক্লেইম করে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু বর্তমান বাজারে এই মেডিক্লেইমই এখন তাদের গলায় বড় ফাঁস হয়ে উঠেছে। মাথায় হাত পড়েছে স্বাস্থ্যবিমার গ্রাহকদের। প্রতি বছর পুনর্নবীকরণ করাতে গেলেই লাফিয়ে বাড়ছে কিস্তির টাকা। অথচ গ্রাহকদের স্বার্থে গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে। সেপ্টেম্বরে চিকিৎসা বিমার উপর থেকে জিএসটি পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে এটি সস্তা হবে বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা বলছে, বাস্তবে ঘটেছে ঠিক উল্টোটা। জিএসটি শূন্য হওয়ার কোনও সুবিধাই মেলেনি। অভিযোগ, চিকিৎসা সুরক্ষার নথি পুনর্নবীকরণ করাতে গেলেই প্রতি কিস্তিতে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেশি টাকা গুনতে হচ্ছে তাঁদের। কিন্তু কেন এই অবস্থা? এর থেকে মুক্তির ওপায় কী? এখন কে দেখবে গ্রাহকদের স্বার্থ? সরকারি থেকে বেসরকারি বিমা কোম্পানিগুলির সবই এক অবস্থা। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এই বাড়তি খরচের পক্ষে নানা যুক্তি সাজাচ্ছেন। তারা বলছেন, চিকিৎসার খরচ বাড়লে বিমার অঙ্ক বাড়াতে পারে মেডিক্লেইম সংস্থাগুলি। এখন সাধারণ মানুষ এত সাতপাঁচ জেনে কী করবে? তাদের স্বার্থে সরকার জিএসটি তুলে দিল, কিন্তু তারপরও তাদের কপালে ভাঁজ পড়ছে। এর থেকে সুরাহা মিলবে কোন পথে? সরকারকেই ভাবতে হবে কোনও রাস্তা।

শব্দছক ২০৪

রবি দাস

১		■	২	৩		■	৪
	■	৫			■	৬	
৭	৮	■	৯		১০		
১১		১২		■		■	■
■	■		■	১৩		১৪	১৫
১৬	১৭				■	১৮	
১৯		■	■	২০		■	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. খারাপ ২. প্রাণ-এর কাব্যরূপ ৫. ঘোড়া ৬. মাতুল ৭. রসগোল্লার তরল অংশ ৯. ইংরাজীতে এয়ার কন্ডিশন ১১. মাংস ভক্ষণকারী প্রাণী ১৩. দয়ার মনোভাবাপন্ন ১৬. কোনো কিছুর না-জেনে থাকার ভান ১৮. সমস্ত ১৯. খুব ধারালো দাড়ি কামানোর যন্ত্র ২০. পাখি ২১. অভাব ২২. সেবা: শ্রদ্ধা ভালোবাসা সহকারে

ওপর-নিচ: ১. রমনীয়া ২. বিদেশে অবস্থানরত ৩. রাগের ভাব প্রকাশকারী নারী ৪. মাল সহযোগে ৬. তাঁতবস্ত্র বুননের অপরিহার্য যন্ত্র ৮. রঙ-চঙা পোষাক পরিহিত কৌতুককারী ১০. সমুদ্র-স্নানে বিপদ নিবারণ করা সাহায্যকারী মানুষ ১২. সাজে অঙ্গ ভরাবে ১৩. দলের প্রধান ১৪. গন্ধ ১৫. বিক্রমাদিত্যের সভার নয় গুণীজন ১৬. ভিখারী ১৭. পূর্বের অবশিষ্টাংশে (হিসাব)

সমাধান ২০৩ — পাশাপাশি: ১. মহারাজ ৪. কৃপা ৬. রত ৭. লতানে ৯. রাজ ১০. তালুক ১১. মহাকবি ১২. কলতান ১৪. আবদ্ধ ১৫. লাভ ১৬. তাড়কা ১৭. নাচ ১৮. রদ্দি ১৯. রত্নাকর

ওপর-নিচ: ১. মরশুম ২. হাত ৩. জলছবি ৫. পাচক ৮. নেতাসুলভ ৯. বাকরুদ্ধতা ১২. কলাকার ১৩. নভোচর ১৪. আকর ১৭. নাক

আজকের দিন

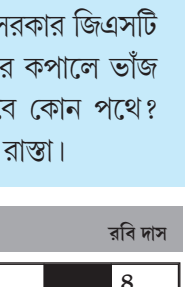

- **১৯৩৪** — অ্যাডলফ হিটলারের নির্দেশে শত শত আধাসামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে নিজের ক্ষমতা সুসংহত করেন।
- **১৯৩৬** — মার্গারেট মিচেলের বেস্ট সেলার উপন্যাস গন উইথ দ্য উইন্ড প্রকাশিত হয়।
- **২০১৯** — ডোনাল্ড ট্রাম্প সীমান্ত অতিক্রম করে উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

জন্মদিন

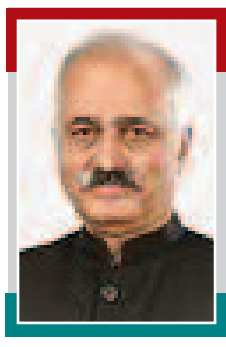

- **১৯০৪** *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ টি মারিয়াপ্পার জন্মদিন।*
- **১৯৫০** *বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পিটি বোপান্নার জন্মদিন।*
- **১৯৮১** *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মনীশ শর্মার জন্মদিন।*

পিটি বোপান্না

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের স্মারক হুল দিবস

সন্ন্যাসী কাউরী

ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে ৩০শে জুন দিনটি । প্রতি বছর এই দিনটিতে পালিত হয় 'হুল দিবস', যা আদিবাসী সমাজের, বিশেষ করে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর এক রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহের স্মারক। 'হুল' শব্দের অর্থ 'বিদ্রোহ' বা 'মুক্তিযুদ্ধ'। প্রতি বছর ৩০ শে জুন 'হুল দিবস' পালন করা হলেও, এই দিনটি কেবল একটি বিদ্রোহের বার্ষিকী নয়, বরং আদিবাসী সমাজের আত্মমর্যাদা, অধিকার এবং ঔপনিবেশিক শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের আপসহীন সংগ্রামের প্রতীক। ভারতের ইতিহাসে 'হুল দিবস' পালনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রয়েছে। ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন ভাগলপুরের (সাঁওতাল পরগনার) ভগনাডিহি গ্রামের এক বিশাল জনসমাবেশে সিধু, কানু, চাঁদ এবং ভৈরব , এই চার মুর্মু ভাইয়ের নেতৃত্বে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি আদিবাসী সাঁওতাল ব্রিটিশ শাসন এবং জমিদার-মহাজনদের সীমাহীন শোষণের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে এটি শুধুমাত্র সাঁওতালদের বিদ্রোহ ছিল না, বরং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম সুসংগঠিত গণসংগ্রাম গুলির মধ্যে অন্যতম। এই বিদ্রোহ আদিবাসীদের ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও জল জমি জঙ্গলের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক শক্তিশালী প্রতীক। আদিবাসী জনজাতির মানুষ সাধারণত প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ থাকা সহজ-সরল মানুষ। তাঁরা জঙ্গল ও জমির ওপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করতেন। কিন্তু ব্রিটিশদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা এবং মহাজনদের চড়া সুদের হার ও বলপূর্বক জমি দখলের কারণে তাঁদের জীবন একটা সময় দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু হলে সাঁওতালরা পুরনো ঘরবাড়ি ছেড়ে রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু সেখানে স্থানীয় জমিদারদের শোষণ, নীলকর ও ইজারাদার সাহেবদের অত্যাচার, নতুন রেল লাইনের ঠিকাদারদের অসামাজিক কার্যকলাপ, খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণ নানাভাবে আদিবাসী জনজাতির জীবন জর্জরিত হতে থাকে। ব্রিটিশ প্রশাসন ও জোরদার জমিদারদের সম্মিলিত অত্যাচারে আদিবাসী জনজাতিরা গবাদিপশু, জল, জমি, জঙ্গলের অধিকার, এমনকি স্ত্রী-সন্তানদেরও হারাতে শুরু করে। শোষণ নিপীড়ন বঞ্চনার মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌঁছালে আদিবাসী সাঁওতালরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। আদিবাসী সাঁওতালরা সহজ-সরল জীবন-যাপন ছেড়ে বেছে নেয় বিদ্রোহের পথ। শুরু হয় উলগুলান। তীর-ধনুক ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সাঁওতালরা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে নেমে পড়েন। সামিল হন সাঁওতাল সমাজের মেয়েরাও। মহাবিদ্রোহের আগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছিল এই সাঁওতাল বিদ্রোহ। সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব এই বিদ্রোহে মূলত নেতৃত্ব দেন। তাঁদের সাথে তাঁদের দুই বোন ফুলো ও ঝানোও এই আন্দোলনে অংশ নেন। প্রথমদিকে সাঁওতালরা বেশ কিছু সাফল্য লাভ করলেও, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সুসংগঠিত ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের টিকে থাকা খুব কঠিন ছিল। ব্রিটিশরা সাঁওতালদের জঙ্গল থেকে বের করে আনার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে।

কিছু বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে ব্রিটিশরা সিধু ও কানুর গোপন আস্তানার খবর পেয়ে যায়। সিধু গ্রেপ্তার হন এবং তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৮৫৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কানুকে পাঁচকাঠিয়া বট গাছের নিচে ফাঁসি দেওয়া হয়। ফাঁসির মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি আবার আসব, আবার সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলব।'

আট মাস ধরে চলা এই বিদ্রোহ বা যুদ্ধে সাঁওতালরা পরাজিত হলেও ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রায় ১০ হাজার সাঁওতাল যোদ্ধা মারা যান। এই ঘটনা ভারতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করে। এই বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। শুধু তাই নয় যত্নসাঁওতাল বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে অন্যান্য কৃষক সংগ্রাম ও সিপাহী বিদ্রোহেরও প্রেরণা জুগিয়েছিল।

হুল দিবস সাঁওতালদের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। হুল দিবস পালনের মাধ্যমে আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের আত্মপরিচয় ও সংগ্রামের স্বীকৃতি পায়। এটি তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে এবং তাদের অধিকারের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। হুল দিবস শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক স্মারক নয়, এটি আদিবাসী সমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণ, ন্যায়বিচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এই বিদ্রোহের কথা স্মরণ করে ও হুল দিবস পালনের মাধ্যমেই সাঁওতালরা তাদের দাবির প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে। এই দিনটি ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরাখণ্ড, ছত্রিশগড়, আসাম, ত্রিপুরা এবং ওড়িশার বিভিন্ন অংশে বিশেষভাবে পালিত হয়। এই দিনে বিভিন্ন আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মিছিলের আয়োজন করা হয়, যা তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। আজও অন্যায়, অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি যোগায়।

ভারতবর্ষে প্রায় ১১ কোটির ওপর আদিবাসী মানুষের বসবাস। পশ্চিমবঙ্গে ৪০টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ৬০ লক্ষের ওপর আদিবাসী বসবাস করেন। ত্রিপুরা, আসাম, মনিপুর, ছত্রিশগড়, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড রাজ্য গুলোতে মূলত আদিবাসীদের বসবাস।

জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য -কোল, ভিল , মুন্ডা , সাঁওতাল, ভুমিজ, ওঁরাও, খেড়িয়া, গারো, খাসিয়া,লেপচা, ভুটিয়া ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের উড়িষ্যা ঝাড়খন্ড লাগোয়া পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলাতে মূলত আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষেরা বসবাস করেন । এছাড়া বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুর সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা বসবাস করেন ।

বনাঞ্চল বা বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় সাধারণত আদিবাসী মানুষদের বসবাস। তাই সুপ্রাচীন কাল থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জল জমি জঙ্গলের ওপর অধিকার। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট ভারতবর্ষের প্রায় ১১ লক্ষ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে বনবাসস্থান থেকে উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছিল । তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮৫ হাজার মানুষ। ভারতে বসবাসকারী হাজার হাজার আদিবাসী ও অন্যান্য জনজাতিকে উচ্ছেদ করার পেছনে আপাত কারণ খনি ও কলকারখানা । জীববৈচিত্র্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শিল্পোদ্যোগীদের হাতে জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে ঝাড়খন্ডে কয়েক হাজার বনভূমি এলাকা দখল করে নিয়েছে আদানি কোম্পানি এই রকমভাবে আদিবাসীদের বনভূমি আবাস কেড়ে নিয়ে খনি হয়েছে, বাঁধ হয়েছে, কারখানা হয়েছে অশিক্ষিত নিরীহ আদিবাসী মানুষেরা পেয়েছে শুধু অবিচার আর বঞ্চনা বিতর্কিত বন সংরক্ষণ (সংশোধনী) বিল লোকসভায় পাস করিয়ে নেয় কেন্দ্রের সরকার। অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন জনজাতির মানুষ। স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরও দেশের মূলবাসীরাই আজও শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত, অত্যাচারিত। ছত্রিশগড়ের বস্তার, পশ্চিমবঙ্গের দেউচা পাঁচামি, আসামের ডলু চা বাগান সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্পোরেটদের স্বার্থে আদিবাসী মানুষজনকে হত্যা ও উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

মনিপুরে আদিবাসী মহিলার ওপর পাশবিক নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা, মেদিনীপুরের ডেবরার প্রতিবাদী আদিবাসী শিক্ষককে পিটিয়ে খুন, আদিবাসী মহিলা ধর্ষণ, বীরভূমের আহমেদপুরে আদিবাসী দম্পতি পাড়ু হেমব্রম ও পার্বতী হেমব্রমকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন, ওই জেলায় খয়রাশোলে আদিবাসী কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন, মধ্যপ্রদেশে চোর সন্দেহে এক আদিবাসী ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন, সিআরপিএফ এর গুলিতে আদিবাসী মানুষের মৃত্যুর ঘটনা সহ আদিবাসীদের ওপর অত্যাচারের নানান ঘটনা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এরকম পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন প্রান্তে আদিবাসী জনজাতি তাদের নানান অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সাধারণত প্রান্তিক অঞ্চলে বসবাস করা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষরা । নানান কারণে বিভিন্ন দেশে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এখনো বিভিন্ন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। জোরপূর্বক আদিবাসীদের ভূমি দখল, পাট্টা সময় মতো না দেওয়া, সামান্য উপঢৌকন দিয়ে আদিবাসীদের ভুল পথে পরিচালনা করা, জল, জমি, বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ, ছোট জাত বলে ঘৃণার চোখে দেখা, সামাজিক বৈষম্য সহ নানান রকম সমস্যায় আদিবাসী সম্প্রদায় জর্জরিত।

বর্তমান ডিজিটাল যুগে একটা অংশের সরকারি আধিকারিকদের সহায়তায় অ-আদিবাসী মানুষজন জাল তপশীলি উপজাতি শংসাপত্র তৈরি করে, চাকরিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। আর বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন প্রকৃত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। আদিবাসীদের কাছে হুল দিবস কেবল পালনীয় দিন নয়। এই দিনটি অন্যায়, অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি সঞ্চয়ের দিন। জল জমি জঙ্গলের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দিন।

কোট-স্নানকোট

যথেষ্ট হয়েছে, হুমায়ুন কবীরের মতো লোকজনকে 'শিক্ষা' দেওয়ার সময় এসেছে।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রথা ও নিয়ম মেনে পালিত হল মাহেশের জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মাহেশ: ৬৩০ বর্ষে পড়লো মাহেশের রথ ও স্নানযাত্রা উৎসব। প্রথা ও নিয়ম মেনে পালিত হলো মাহেশের জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা। আর এখন থেকেই শুরু হলো রথযাত্রার দিন গোনা। সোমবার সকালে পদ্ধতি যাত্রার পরে স্নান বেদীতে নিয়ে আসা হয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ। তারপর স্নানবেশে পরানো হয়। মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে অমৃতযোগে পুণ্য স্নান শুরু হয় সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে। স্নানযাত্রা উৎসব দেখতে অগণিত ভক্তের সমাবেশ দেখা গিয়েছে। রীতি অনুযায়ী স্নানমঞ্চে ২৮ ঘড়া গঙ্গাজল এবং দেড় মণ দুধ দিয়ে স্নান

করানো হয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে। ১০৮টি কলসের বিশেষ দ্রব্য দিয়ে জগন্নাথদেবের মহাভিষেক স্নান যাত্রা হয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস, ওই পরিমাণ দুধ-গঙ্গাজলে স্নান করে জগন্নাথদেবের জ্বর আসে। মন্দির বন্ধ রেখে সেবা-শুশ্রূষার পরে সুস্থ হন জগন্নাথদেব। তারপরে রথযাত্রার দিন রথে করে মাসির বাড়ি যান জগন্নাথদেব। দিনভর পুজো, হোমযজ্ঞ, আরতি, ভোগ নিবেদনের পরে অনবসর হয় রাত সাড়ে ন'টায়। মাহেশ জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সেবায়েত ও সম্পাদক পিয়াল অধিকারী বলেন, 'অগণিত ভক্তের ঢল নেমেছে। জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা বিখ্যাত। আমরা নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে পাই স্নানযাত্রার ইতিহাসে। আজকের পরে বিভিন্ন বেশে সাজানো হবে প্রভুকে। এরপর অনবসর সেবা হয়। আগামীকাল থেকে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। মন্দির খুলবে শুক্লা অমাবস্যা তিথিতে। ১৪ জুলাই নবযৌবন।'

হাসনাবাদে ২ মাসের শিশুকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: মাত্র ২ মাসের শিশুকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে পুকুরের জলে ডুবিয়ে খুন! পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। কে বা কারা এই নৃশংস খুন করলো তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাসনাবাদ থানার বোলদেপোতা এলাকায়। দু'মাসের মৃত শিশুর নাম ফিজা মণ্ডল। পরিবারের তরফ থেকে হাসনাবাদ থানায় পরিকল্পিতভাবে শিশু খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সোমবার বসিরহাট জেলা হাসপাতালে শিশুটির ময়নাতদন্ত হবে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে শিশুটি, তার মা ও দাদু আর ঠাকুমা এই চারজনই থাকে। সম্প্রতি শিশুটির বাবা তাজউদ্দিন মণ্ডল বাড়িতে ছিল না, তিনি কর্মসূত্রে ওড়িশাতে আছেন। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ফিজা'র দাদু ও ঠাকুমা পাশে শিশুটির জেঠুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে শিশুটি এবং তার মা ফিরোজা বিবি একা ছিলেন। ফিরোজা বিবির দাবি, বারান্দায় খাটে শিশুটিকে শুইয়ে তার মা বাথরুমে গিয়েছিল। বারান্দার গেটে তালা না দেওয়া থাকলেও গেট বন্ধ করা ছিল। শিশুটির মা বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখে বারান্দার খাটে শিশুটি নেই এবং বারান্দার গেট খোলা। শিশুটির মা তড়িঘড়ি ডাকাডাকি করতেই আশেপাশের লোকেরা এসে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। ডাকাডাকি এবং খোঁজাখুঁজিতে এলাকার প্রতিবেশী এবং তার আত্মীয়-স্বজনরাও একত্রিত হয়ে খুঁজতে থাকে চারিদিকে। এরই মধ্যে হাসনাবাদ থানাতেও শিশু নিখোঁজের খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় হাসনাবাদ থানার পুলিশ। পুলিশ ও গ্রামবাসীরা খুঁজতে থাকে চারিদিকে। তখনই হঠাৎ বাড়ির পাশের পুকুরে টর্চের আলোয় দেখতে পাওয়া যায় শিশুটি ভাসছে। তড়িঘড়ি শিশুটিকে তুলে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকেরা। এই ঘটনায় রীতিমত শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। কে বা কারা? কিসের শত্রুতার জেরে এই শিশুটিকে খুন করল সেটাই ভাবতে পারছে না শিশুটির পরিবার এবং এলাকার মানুষ। পরিবারের তরফ থেকে হাসনাবাদ থানায় পরিকল্পিতভাবে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। হাসনাবাদ থানার পুলিশ পুরো বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে।

স্নেহাশিস-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলিতে প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল। সমবায় সমিতির প্রায় দুই কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ জাঙ্গিপাড়ার তৃণমূল নেতা তথা রসিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও সমবায় সমিতির ম্যানেজার স্বপন পাত্রকে। রবিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, জাঙ্গিপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন স্বপন পাত্র। জাঙ্গিপাড়ার রসিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং সমবায় সমিতির ম্যানেজার থাকাকালীন প্রায় ২ কোটি টাকার বেশি আর্থিক তছরুপের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ব্যক্তি দেখে সুদের হার নির্ণয় করতেন এই তৃণমূল নেতা। এমনকি প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে কোনও কাগজপত্র ছাড়াই লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ আছে এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে।

একসঙ্গে তৃণমূলের ছ'জন পঞ্চায়েত প্রধানের ইস্তফা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: একসঙ্গে তৃণমূলের ছয়টি পঞ্চায়েত প্রধানের ইস্তফা। বনগাঁ উত্তর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের ৬ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান একযোগে ইস্তফাপত্র জমা দিলেন বনগাঁ বিডিও-র কাছে। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের ছয়ঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, গঙ্গানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়ে, ধর্মাপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, গোপালনগর ১ এবং ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা সোমবার বনগাঁ বিডিও অফিসে এসে ইস্তফাপত্র জমা দেন। ঊষা কান্তি পাল (গোপালনগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান), মুক্তি হালদার (গোপালনগর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান), তাপস মণ্ডল (ধর্মপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত), পুরবী সরকার (আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত), সবিতা সরকার মণ্ডল (ছয়ঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান), মলিনা সরকার (গঙ্গানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান)। বনগাঁ উত্তর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস ৬ প্রধানের পদত্যাগ প্রসঙ্গে বনগাঁ সংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিকাশ ঘোষ বলেন, 'তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানরা দুর্নীতি করেছে, তাই আতঙ্কিত হয়ে বাঁচার তাগিদেই পদত্যাগপত্র জমা দিলেন।'

ডিমথেরাপি বন্ধের আহ্বান স্বপন বাউলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চারিদিকে চলছে ডিম থেরাপি ডিম ছোঁড়া ছুরি। সোনারপুরের মানুষ প্রথম ডিম থেরাপি প্রয়োগ করে। তারপর থেকেই রাজ্যের জেলায় জেলায় চোরের গন্ধ পেলেই জনগণ 'ডিম থেরাপি' ডিম ছোঁড়া ছুরি করে। চোরকে ডিম মেরে তাঁর গায়ে গন্ধ ছড়িয়ে চোরের লজ্জা যাতে হয় তার ব্যবস্থা করছে। এপ্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত সম্মানিত আশির্বাদ ধন্য উপহারস্বরূপ পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী নিঃস্বার্থভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতনের পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল হুগলি জেলার কোন্নগর স্টেশন চত্বরে, জনবহুল পথে পথে ডিম থেরাপি নিয়ে গান ও বক্তব্যে জনগণকে সচেতন করেন। তিনি গানে গানে বলেন, 'হাট্টিমাটিম টিম ওরা চোরেদের

মাথায় পাড়ে ডিম। ডিমের দাম বাড়ছে তবু কমছে না। গরিব মানুষ ডিম ভাত কেমনে খাবে বলো না।' জনতার কাছে তাঁর আহ্বান, 'আইন আদালতের উপর ভরসা রাখুন। দুর্নীতিবাজ, চোর সকলেই কঠিন শাস্তি পাবে।' সারা রাজ্যের উদ্দেশ্যে এই প্রচণ্ড গরমে স্বপন দত্ত বাউলের মহতী উদ্যোগ দেখে হুগলী জেলার মানুষ ধন্যবাদ জানায়।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক শিশুর, অন্যদিকে গুরুতর আহত হয় এক ব্যক্তি। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের আসানসোলগামী রাস্তায়। জানা গিয়েছে বছর সাতের ভাইপোকে নিয়ে বাইকে চেপে পানাগড় থেকে দুর্গাপুরে বাড়ি ফিরছিল কাকা মনোজ দে। পানাগড় বাইপাশে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর কাঁকসার ওভারব্রিজে একটি ডাম্পার তাদের অতিক্রম করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপরে পরে যায় কাকা, ভাইপো। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ভাইপোর। গুরুতর আহত হয় কাকা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ও আহতকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। সোমবার দেহ ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

জুনিয়র চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপাড়ার বাসিন্দা কৃতি জুনিয়র চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যু বারাণসীর মেডিক্যাল হোস্টেলে। উদ্ধার সুইসাইড নোট, এলাকায় শোকের ছায়া। মৃত চিকিৎসক ছাত্রের নাম ঋত্বিক কুণ্ডু। এই বিষয় ঋত্বিক কুণ্ডুর বায়োলজির শিক্ষক শুভ্র জ্যোতি মিত্র জানান, 'ঋত্বিক অত্যন্ত ভালো ছাত্র ছিল যেমন পড়াশোনায় তেমনি খেলাধুলায়, স্কুলেও ছিল ভারী সুনাম। জয়েন্টের পর প্রথমে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও বর্তমানে আইএমএস বিএইচইউ-তে অধ্যাবসা করে।' ঋত্বিকের এই অস্বাভাবিক মৃত্যু পরিবার থেকে বন্ধু বান্ধব কেউ মেনে নিতে পারছেন না। ইতিমধ্যেই পরিবারের লোক বেনারসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে।

'মাছে-ভাতে' জনসংযোগ বিজেপির

মাছের থালা হাতে পরিবেশন বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে এলাকার মানুষের সঙ্গে এক অনন্য জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নিলেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ। আরামবাগের সালেপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গির্জাতলা এলাকায় 'মাছে-ভাতে' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে নিজের হাতে মাছ-ভাত পরিবেশন করে এলাকার শতাধিক মানুষের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন বিধায়ক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিজেপির নেতা-কর্মীরাও। বিধায়ক নিজেই হাতে মাছের থালা নিয়ে সারিবদ্ধভাবে বসা গ্রামবাসীদের খাবার পরিবেশন করেন। তাঁর এই উদ্যোগকে ঘিরে এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। ছোট থেকে বড়, সব বয়সের মানুষ এই আয়োজনে

অংশ নেন। বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, 'আরামবাগের সালেপুরের গির্জাতলায় আয়োজিত 'মাছে-ভাতে' অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এলাকার মানুষের সঙ্গে আন্তরিক সময় কাটানোর সুযোগ পেলাম। সকলের ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও উষ্ণ অভ্যর্থনায় আমি সত্যিই আপ্লুত।' তিনি আরও জানান, মানুষের পাশে থেকে তাঁদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় ভোটে জয়ী হলে এলাকার মানুষকে মাছ-ভাত খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন হেমন্ত বাগ। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। এদিকে, বিধানসভা নির্বাচনে আরামবাগ শহরে ভোট প্রচারে আসেন আসামের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগকে সঙ্গে নিয়ে রোড শো চলাকালীন বলেছিলেন, 'আসাম থেকে মাছ পাঠিয়ে দেবো। আর মাংস খাওয়াবে স্থানীয় বিধায়ক হেমন্ত বাগ।' তবে আসাম থেকে মাছ না এলেও স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও বিধায়ক হেমন্ত বাগ স্থানীয় মানুষকে মাছ খাওয়ালেন। আরামবাগের বিভিন্ন জায়গায় 'মাছে-ভাতে' কর্মসূচি করে বিজেপি।

আট বছর পর সুবিচার

সুটকেসে 'ব্যাঙ্ক বন্ধু'র দেহ লুকোনোর মামলায় দোষী সাব্যস্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সুটকেস খুলতেই সামনে এসেছিল এক বিভীষিকাময় দৃশ্য। তার ভেতরে ছিল 'ব্যাঙ্ক বন্ধু' শিল্পা আগারওয়ালের পচাগলা দেহ। সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে শিউরে উঠেছিল দুর্গাপুর তথা গোটা রাজ্য। ঘটনার দীর্ঘ আট বছর পর শিল্পা আগারওয়াল হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার রাজীব কুমারকে দোষী সাব্যস্ত করল দুর্গাপুর মহকুমা আদালত।

২০১৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে দুর্গাপুরের বেনাচিতির রূপালি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে একটি ফোন পায় পুলিশ। খবর দেওয়া হয়, লিফটের সামনে একটি পরিত্যক্ত সুটকেস পড়ে রয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ সুটকেসটি খুলতেই উদ্ধার হয় এক তরুণীর পচাগলা দেহ। পরে মৃতার পরিচয় জানা যায়, তিনি বাঁকুড়ার মেজিয়ার বাসিন্দা শিল্পা আগারওয়াল (২৮)। তিনি স্টেট ব্যাঙ্কের মেজিয়া শাখায় 'ব্যাঙ্ক বন্ধু' হিসেবে কর্মরত ছিলেন। একই শাখার ম্যানেজার ছিলেন অভিযুক্ত রাজীব কুমার। তদন্তে জানা যায়, ঘটনার কয়েক দিন আগে থেকেই নিখোঁজ ছিলেন শিল্পা। পরিবারের সঙ্গে শেষবার ফোনে কথা বলার পর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ মেলেনি। তদন্তের সূত্র ধরে পুলিশ রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এবং পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ, শিল্পাকে খুন করার পর প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে তাঁর দেহ একটি সুটকেসে ভরে ফ্ল্যাট থেকে সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তদন্ত চলাকালীন ফরেনসিক রিপোর্ট, সাক্ষীদের বয়ান এবং একাধিক পরিস্থিতিগত প্রমাণ আদালতে পেশ করা হয়। মামলায় মোট ২১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সমস্ত তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত জেলা বিচারক অভিযুক্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার রাজীব কুমারকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আগামী মঙ্গলবার তাঁর সাজা ঘোষণা করা হবে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the Photograph of Madhuri Paul, Husband's Name - Abhijit Paul of Mc. Kalachand Road, Ramkrishnapur, PO & PS - Ghola, Dist - North 24 Parganas, who has been missing since 30.05.2026, at about 10.00 hrs, Residence under Ghola PS, Description of this missing person is: Age -31 Years, Complexion - Very Fair, Height -4 Feet 8 Inch, Wearing - A Green long Kurti, Language - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120

ICA- D966(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the Photograph of Sijit Paswan, Father's Name - Raju Paswan, of 14 No. Umacharan Bose Lane, PS Shibpur, Dist Howrah, WB, who has been missing since 26.02.2023, at about 13:00 hrs, Ramkrishna Ghat, under PS- Howrah, Description of this missing person is: Age -17 Years, Complexion - Fair, Height - 5 Feet, Wearing - Black shirt & Black Pant, Language - Bengali/ Hindi. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24505120

ICA- D970(3)/2026

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড

CIN : L27106WB1996PLC076866

রেজিস্টার্ড অফিস : মৌজা- চামরাইল, এনএইচ-৬

হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ -৭১১১১৪

ইমেল : cs@aanchalispat.com ফোন : ০৩৩ ২৩২৩ ০০৫২

ওয়েবসাইট : www.aanchalispat.com

অতিরিক্ত সাধারণ সভার নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **আঁচল ইস্পাত লিমিটেডের সদস্যগণের অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) বৃহস্পতিবার ২৩ জুলাই ২০২৬ বেলা ১.৩০ টা ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে** ইজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য ইজিএম আহ্বায়ক নোটিশ যা পাঠানো হয়েছে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন(আইন) এর প্রযোজ্য সংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট অধীন রুলস এবং সম্পর্কিত সার্কুলার কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক(এমসিএ) ইস্যুকৃত এবং সিটিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) ইস্যুকৃত অনুযায়ী।

উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুযায়ী কোম্পানি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ইজিএম নোটিশের কপি সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে তাদের ই-মেল ঠিকানায় কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট নথিভুক্ত সাপেক্ষে পাঠাবে। ইজিএম নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.aanchalispat.com**, স্টক এক্সচেঞ্জ এর ওয়েবসাইট যেখানের কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত **www.bseindia.com**, এবং পূর্ব শেয়ারজিস্ট্রি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্ব) **https://evoting.purvashare.com** থেকেও উপলব্ধ।

কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা (রিমোট ই-ভোটিং) সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য কে সংশ্লিষ্ট ইজিএম নোটিশে উল্লিখিত সকল প্রস্তাবে ভোট দানের জন্য প্রদান করবে। অতিরিক্তভাবে কোম্পানি ইজিএম (ই-ভোটিং সময়ে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দানের জন্য সুবিদা দেবে। ইজিএম তে **কাট অফ টেড ১৬ জুলাই ২০২৬ অনুযায়ী** সদস্যগণের ভোটদানের উপযুক্ততা বিবেচিত হবে রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ের জন্য।

রিমোট ই-ভোটিং সময় শুরু হবে **সোমবার ২০ জুলাই ২০২৬ সকাল ১০ টায় এবং সম্পাপ্ত হবে বুধবার ২২ জুলাই ২০২৬ বিকেল ৫ টায়।** পরবর্তীতে পূর্ব কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা অকার্যকর করা হবে।

ফিজিক্যাল আকারে সদস্যগণ কর্তৃক অধিকার করা শেয়ারর পর যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি কোম্পানির নিকট অনুগ্রহ করে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত সহ - ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনের), প্যান (স্ব প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি প্যান কার্ডের) এব আধার (স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান কপি আধার কার্ডের) কোম্পানি বা আরটিএ কে **cs@aanchalispat.com** বা **evoting@purvashare.com** ইমেল করতে হবে।

অতিরিক্ত সাধারণ সভা নোটিশে ইজিএম তে অংশগ্রহণ এবং রিমোট ই-ভোটিং /ই-ভোটিং এর প্রক্রিয়া উপলব্ধ।

আপনার কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে ইজিএম তে অংশগ্রহণ এবং ই-ভোটিং ই-ভোটিং ব্যবস্থা সম্পর্কে মেসার্স দিপালী ধুরী, প্রয়োগ আধিকারিক, পূর্ব শেয়াজিস্টারি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, ইউনিট নং ৯, শিব শক্তি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, জে আর বরিচা মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই -৪০০০১১ ঠিকানায় বা **evoting@purvashare.com** বা ইমেল করতে জানাতে পারেন, বা যোগাযেগা ন ০২২ ৪৯৬১৪১৩২ এবং ০২২ ৩৫২২০০৫৬ নম্বরে কল করতে পারেন।

আঁচল ইস্পাৎ লিমিটেডের পক্ষে

স্বা/-

পুষ্পেন্দু কয়াল

(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান : হাওড়া

তারিখ : ২৯.০৬.২০২৬

SBI

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

আরএএসএমইসিসিসি-কাম এসএআরসি (১০২৬৪) ৪র্থ তল

মিউনিসিপাল হকার্স মার্কেট, বর্ধমান (৭১৩১০১)

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[রুল-৮(১)]

যেহেতু,

আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর অ্যাক্ট ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারকে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছি, যেখানে উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং তাদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখের উক্ত বিধিমালার ৮ নং বিধি অনুসারে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

বিশেষত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চার্জের অধীন হবে, যার জন্য পরিশোধিত অর্থ এবং তার উপর সুদ প্রযোজ্য হবে। **জামানতকৃত সম্পত্তি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।**

অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	বন্ধক/দায়বদ্ধ সম্পত্তির বিবরণ	দাবি নোটিশের তারিখ	দখলের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা : শ্রী প্রহ্লাদ দে, পিতা শ্রী উত্তম দে **এবং শ্রী উত্তম দে** পিতা প্রয়াত গোবিন্দ দে, গ্রাম : কানুয়া, পোস্ট : ভাগ্যবন্তপুর, থানা : কালিগঞ্জ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩১৩০	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ ২.২৫ ডেসিমেল তদস্থিত প্লট নং ৬১৮, এলআর খতিয়ান নং ২১৯৯, জেএল নং ৮১, মৌজা : কানুয়া, থানা : কালিগঞ্জ এবং জেলা নদিয়া, **রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং আই-১৭২৩-২০১৪ সালের,** এডিএসআর বেথুয়াডহরি, জেলা : নদিয়া। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম - শ্রী উত্তম দে,** পিতা প্রয়াত গোবিন্দ দে, গ্রাম : কানুয়া, পো : ভাগ্যবন্তপুর, থানা : কালিগঞ্জ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১৩০। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দীনবন্ধু দে এর সম্পত্তি। দক্ষিণে : সৃষ্টি দে এর সম্পত্তি। পূর্বে : কার্তিক বৈরাগ্য এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : সড়ক।	০৬.০৪.২০২৬	২৫.০৬.২০২৬	৯,৯৫,৩৯৪.০০ টাকা **(নয় লাখ পঁচানব্বই হাজার তিনশ চুরানব্বই টাকা) ০৬.০৪.২০২৬ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।

তারিখ - ২৫.০৬.২০২৬

স্থান - পূর্ব বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

আরএএসএমইসিসিসি-কাম এসএআরসি (১০২৬৪) ৪র্থ তল

মিউনিসিপাল হকার্স মার্কেট, বর্ধমান (৭১৩১০১)

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[রুল-৮(১)]

যেহেতু,

আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর অ্যাক্ট ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারকে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছি, যেখানে উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং তাদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখের উক্ত বিধিমালার ৮ নং বিধি অনুসারে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

বিশেষত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চার্জের অধীন হবে, যার জন্য পরিশোধিত অর্থ এবং তার উপর সুদ প্রযোজ্য হবে। **জামানতকৃত সম্পত্তি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।**

অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	বন্ধক/দায়বদ্ধ সম্পত্তির বিবরণ	দাবি নোটিশের তারিখ	দখলের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা : **শ্রী রহমাতুল্লা শেখ, শাহাজাদপুর, নাদনঘাট, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ -৭১৩৫১৫**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাপ ৪ শতক কমবেশি তদস্থিত ভবন অবস্থিত আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫২১, এলআর খতিয়ান নং ৯৮৬, জেএল নং ১৫১, মৌজা- শাহাজাদপুর, বোগপুর জিপি অধীন, থানা : নাদনঘাট এবং জেলা : পূর্ব বর্ধমান, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১-৫৮৩৬-২০১৬ সালের, এডিএসআর পূর্বস্থলী, বর্ধমান এবং রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় **দলিল নং আই-১১৮৭-২০১৭ সালের,** এডিএসআর পূর্বস্থলী, বর্ধমান। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী রহমাতুল্লা শেখ,** শাহাজাদপুর, নাদনঘাট, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৫১৫। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পিডব্লুডি রোড, দক্ষিণে : কালীপদ দাসের সম্পত্তি, পূর্বে : নিকাশি। পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।	০৬.০৪.২০২৬	২৫.০৬.২০২৬	১১১২৪৮১.০০ টাকা **(এগার লাখ বারো হাজার চারশ একাশি টাকা)** (১০৫৪৪৫৭.০০ টাকা (এইচবিএল) + ৫৮০২৪.০০ টাকা (সুরক্ষা)] ০৬.০৪.২০২৬ **অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।

তারিখ - ২৫.০৬.২০২৬

স্থান - পূর্ব বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

ফর্ম এ

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া

(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)

ডিজি কেবিলকম সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**ডিজি কেবিলকম সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৯.০৬.২০০৩
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ - কলকাতা ১
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U64204WB2003PTC096420
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	**রেজিস্টার্ড অফিস :** ইউনিট নং ৪১এ/৪৪, লিগাসি বিল্ডিং, ৫ম তল, ২৫এ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৬.	কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২৫ জুন ২০২৬ **(মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ রেজিস্ট্রি থেকে কোনও সূচনা বা যোগাযোগ ব্যতীত অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার সংশ্লিষ্ট সিআইআরপি ২৯ জুন ২০২৬ তারিখে সূচনা অবগত হয়েছেন)।**
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৬ ডিসেম্বর ২০২৬
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	হংসরাজ জারিয়া IBBI/IPA-002/IP-N00835/2019-2020/12663
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	**ঠিকানা :** ৩৬, অবিনাশ শাসমল লেন, বেলেঘাটা, ফুলবাগান, পবনপুত্র হোটেলের নিকট, কলকাতা - ৭০০০১০, পশ্চিমবঙ্গ **ইমেল : hansrajjaria@gmail.com**
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	**ঠিকানা :** ৩৬, অবিনাশ শাসমল লেন, বেলেঘাটা, ফুলবাগান, পবনপুত্র হোটেলের নিকট, কলকাতা - ৭০০০১০, পশ্চিমবঙ্গ **ইমেল : digicablecomm.cirp@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৩ জুলাই ২০২৬
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত পাওয়া যাবে :	**Web link :** https://ibbi.gov.in/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - ৩৬, অবিনাশ শাসমল লেন, বেলেঘাটা, ফুলবাগান, পবনপুত্র হোটেলের নিকট, কলকাতা - ৭০০০১০, পশ্চিমবঙ্গ

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ এক নির্দেশ বলে ডিজি কেবলকম সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের কর্পোরেট দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়ার ২৫ জুন ২০২৬ তারিখে শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন। **(মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ রেজিস্ট্রি থেকে কোনও সূচনা বা যোগাযোগ ব্যতীত অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার সংশ্লিষ্ট সিআইআরপি ২৯ জুন ২০২৬ তারিখে সূচনা অবগত হয়েছেন)।**

ডিজি কেবিলকম সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৩ জুলাই ২০২৬ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে। আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-

হংসরাজ জারিয়া

অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার

ডিজি কেবিলকম সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড

IBBI/IPA-002/IP-N00835/2019-2020/12663

তারিখ : ৩০.০৬.২০২৬

স্থান : কলকাতা

এএফএ নং : AA2/12663/02/300627/204411 | বৈধ : ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড -এর অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড -দেউলিয়াগ্রস্ত

CIN : U51909WB1996PLC079772

রেজিস্টার্ড অফিস : পি ২৬বি, কসবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ফেজ ৩,

তিলজলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০১০৭।

সম্পদ বিক্রয়

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর অধীনে

নিলামের তারিখ ও সময় : ৩১ জুলাই ২০২৬, সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।

মেসার্স বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড দেউলিয়াগ্রস্ত অধীন নির্দেশ তারিখ ২১ এপ্রিল ২০২৬, অনুযায়ী মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নির্দেশিত,আই এ (আইবি) নং ১৫৪৭/কেবি/২০২৫, সিপি (আইবি) নং ২০০/কেবি/২০২৩ অনুযায়ী মেসার্স বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড দেউলিয়া হিসেবে নির্দেশপ্রাপ্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী লিকুইটেডর হিসেবে নিযুক্ত।

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নোক্ত সম্পদ দেউলিয়াগ্রস্ত এস্টেটের অংশ হিসেবে মেসার্স বালি এক্সপোর্টস লিমিটেডের ই-নিলাম মাধ্যমে **'যেখানে যেমন আছে', ' যেখানে যা আছে', 'যেঅবস্থায় আছে', 'পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

সম্ভাব্য ডাকা দাতাগণকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে,সংশ্লিষ্ট স্বত্ব, প্রকৃতি, এরিয়া, পরিমাপ, দায়বদ্ধতা, লিজ অবস্থা, বিধিবদ্ধ দায় এংব অন্য সকল সম্পত্তি বিষয়ক ব্যক্তিগতবাবে যাচাই করতে ডাক দাখিলের পূর্বে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে **(https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home)** সম্পদ বিক্রি করা হবে।

১. সম্পদ এবং নিলাম বিস্তারিত :

বিক্রয় অধীন সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	বায়না জমা (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) (টাকায়)	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ (টা.)	ই-নিলাম তারিখ এবং সময়	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ
লিজ অধীন শিল্পতালুকের জমি অবস্থিত প্লট নং পি-৬১ এবং পি-৬২, সন্তোষপুর শিল্পতালুক মডার্ন ইন্টিগ্রেটেড রেজিমেড গার্মেন্টস কমপ্লেক্স, কালিনগর, পো বিধানগড়, থানা : মহেশতলা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০৬৬	৬৬,৬৩,০০০ টাকা	৬,৬৬,৩০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা	৩১.০৭.২০২৬ (শুক্রবার) সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত	২৯.০৭.২০২৬ (বুধবার) বিকেল ৫ টার মধ্যে

২. নিলাম সূচি :

বিবরণ	সংশ্লিষ্ট তারিখে
বিক্রয় নোটিশ প্রকাশ	৩০.০৬.২০২৬ (মঙ্গলবার)
অবধারণ শুরু /নথি আদানপ্রদান	০১.০৭.২০২৬ (বুধবার)
উপযুক্ততার নথি দাখিল এবং ধারা ২৯এ নথি দাখিলের শেষ তারিখ	১৪.০৭.২০২৬ (মঙ্গলবার) সন্ধে ৫ টার মধ্যে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ (কেবল উপযুক্ত ডাকদাতারা)	১৮.০৭.২০২৬ থেকে ২৭.০৭.২০২৬ (আগাম বুকিং সাপেক্ষে)
বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ	২৯.০৭.২০২৬ (বুধবার) সন্ধে ৫ টার মধ্যে।
উপযুক্ত ডাকদাতাদের ই-নিলাম জীবনপঞ্জি ইস্যু	৩০.০৭.২০২৬(বৃহস্পতিবার)
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	৩১.০৭.২০২৬ (শুক্রবার) সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা (প্রতিটি ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
সফল ডাকদাতা ঘোষণা /সম্ভাব্য এইচ১	৩১.০৭.২০২৬ (শুক্রবার)
লেটার অব ইনটেন্ট (এলওআই)/সফল ডাকাদাতা নির্ধারণ, পরবর্তী ধারা ২৯এ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য নিয়ম মতে উপযুক্ততা যাচাই	০৪.০৮.২৫০২৬ (মঙ্গলবার)

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নোক্ত মতে :

১. লিকুইডেটর কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই ই-অকশন পোর্টালে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিলামের সময়সূচি পরিবর্তন স্থগিত বা বাতিলসহ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

২. ই-নিলামটি ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন অবস্থায় আছে'', ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' এবং ''কোনো প্রকার নিশ্চয়তা ছাড়া''ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। সম্পদ বিক্রয় প্রক্রিয়াটি নিম্নস্বাক্ষরকারীর তত্ত্বাবধানে **https//ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**-এ অবস্থিত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

৩.–১৩. [illegible]

নীরজ কুমার সুরেকা

লিকুইডেটর

মেসার্স বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)

আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P-01539/2019-2020/12517

ইমেল : cirp.bally@gmail.com

মোবাইল : ৯৮৩১১১৪৪৮০

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ৩০-০৬-২০২৬

দেন্দুয়ায় এলোকুইন্ট ইস্পাত কারখানার ফার্নেসে বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সোমবার ভোররাতে বিকট শব্দে কেঁপে উঠল দেন্দুয়া কল্যাণেশ্বরী শিল্পতালুক। শিল্পতালুকের অন্যতম বৃহৎ ইস্পাত কারখানা 'এলোকুইন্ট স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ২ নম্বর ফার্নেসে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার ভোর পৌনে চারটে নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এবং ফার্নেস থেকে নির্গত প্রচণ্ড তাপে কারখানার নৈশকালীন শিফটের কর্মীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শী শ্রমিকদের দাবি, পরপর অন্তত চারবার জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। বিস্ফোরণের জেরে কারখানার সম্পত্তির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে সৌভাগ্যবশত, এখনও পর্যন্ত কোনও শ্রমিকের হতাহত হওয়া বা বড় ধরনের শারীরিক আঘাতের খবর মেলেনি। শাকম্ভরী গ্রুপের অন্তর্গত এলোকুইন্ট স্টিল কারখানায় এই ধরনের দুর্ঘটনা প্রথম নয়। স্থানীয় শ্রমিক সংগঠন ও কর্মীদের অভিযোগ, কারখানা কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির কারণেই বারবার এখানে বিপত্তি ঘটছে। এর আগেও একাধিকবার কারখানায় নানা দুর্ঘটনা ও গোলমালের জেরে পুলিশ-প্রশাসন এবং শ্রমিক নেতৃত্বকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। অভিযোগ, বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কারখানার বিপজ্জনক অংশগুলির সংস্কার করা হয়নি এবং শ্রমিকদের নুন্যতম সুরক্ষার বিষয়টি সম্পূর্ণ অবহেলিত থেকে গেছে। কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও, কোনও প্রতিক্রিয়া বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি। শ্রমিক নেতা অমরনাথ মাহাতো অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানান, 'শুধুমাত্র মুনাফার লোভে কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তার দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছে।'

উপপ্রধানের মাথায় ঢালা হল গোবর জল, ময়লা আবর্জনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত উপপ্রধানের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ। অবশেষে উপপ্রধানের মাথায় ঢালা হল গোবর জল ময়লা আবর্জনা। ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাট থানার নসরতপুর পঞ্চয়েতে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মবিল হোসেন মণ্ডল বছরের পর বছর ধরে এলাকায় তোলাবাজি হুমকি দাদাগিরি চালিয়ে আসছিল। তৃণমূল ক্ষমতায়

থাকার সময় এলাকার মানুষের উপর নানান রকমের অত্যাচার করেছে এই তৃণমূলের উপপ্রধান বলে অভিযোগ। রাজ্যে পালাবদলের পরেও সে তার দাপট অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালাচ্ছিল। নসরতপুর পঞ্চায়েতে বেশ কিছু মানুষজন নিজেদের কাজ নিয়ে পঞ্চায়েতে এলে আগের দাপট অনুসারে তৃণমূলের উপপ্রধান সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করেন। তারপরই শুরু হয় বচসা। এরপরই উত্তেজিত জনতা তৃণমূলের উপপ্রধানকে মারধর শুরু করে। পরে মাথায় ঢেলে দেওয়া হয় গোবর জল এমনকি ময়লা আবর্জনা। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালে নাদনঘাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশ কোনরকমে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পঞ্চায়েতের উপপ্রধানকে।

দুর্গাপুর ইসকনে মহাসমারোহে পালিত জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: পরম ভক্তি, আস্থা ও আনন্দঘন পরিবেশে দুর্গাপুরের ইসকন মন্দিরে মহাসমারোহে পালিত হলো মহাপ্রভু শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের ঐতিহ্যবাহী স্নানযাত্রা মহোৎসব। ভোর থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ঢল নামে। মহাপ্রভুর দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের উদ্দেশ্যে সকাল থেকেই হাজার হাজার ভক্ত দূর-দূরান্ত থেকে মন্দিরে উপস্থিত হন। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, হরিনাম সংকীর্তন এবং 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র মন্দির চত্বর। নির্ধারিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মেনে মহাপ্রভু জগন্নাথ, ভ্রাতা বলভদ্র ও ভগিনী সুভদ্রাকে সুসজ্জিত স্নানবেদীতে প্রতিষ্ঠা করে পবিত্র জল, চন্দন, সুগন্ধি দ্রব্য-সহ বিভিন্ন উপাচারে মহাস্নান করানো হয়। এই পবিত্র আচার প্রত্যক্ষ করতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন অসংখ্য ভক্ত। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব স্নানযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও দুর্গাপুর ইসকন মন্দিরে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে ভক্তরা মহাপ্রভুর দর্শন করেন, পূজা-অর্চনায় অংশ নেন এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানজুড়ে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ধর্মীয় উচ্ছ্বাসের এক অপূর্ব আবহ তৈরি হয়। অনুষ্ঠান শেষে ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মন্দির কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় এই ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় উৎসব, যা ভক্তদের কাছে হয়ে ওঠে এক স্মরণীয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা।

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
A Govt. of India Undertaking
সিণ্ডিকেট Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ

বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ই-মেইল: cb2364@canarabank.com

ই-নিলাম তারিখ ১৫.০৭.২০২৬

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধানের অধীনে দখল নেওয়া নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইনে ই-অকশনের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:

নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (বকেয়া সুদ সহ) খ) ১৩(২) ধারায় ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) ১৩(৪) ধারায় দখল নোটিশের তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, শাখা এবং রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১. ক্ম	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০১৬ খ) মেসার্স করুণা পট্টনায়ক (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী - শ্রীমতী করুণা পট্টনায়ক স্বামী- মৃত অশোক পট্টনায়ক গ্রাম - মাটিরামপুর, পোঃ - পটাশপুর জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৪৩৯ শ্রীমতী করুণা পট্টনায়ক (মৃত অশোক পট্টনায়ক ওরফে শ্রী অশোক কুমার পট্টনায়কের আইনি উত্তরাধিকারী) স্বামী- মৃত অশোক পট্টনায়ক দাঁইতলা বাজার, গ্রাম - তুপচিবার পোঃ - পটাশপুর, থানা- পটাশপুর জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৪৩৯ আরও ঠিকানা - গ্রাম - মাটিরামপুর পোঃ / থানা- পটাশপুর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৪৩৯. শ্রী দেবরাজ পট্টনায়ক (মৃত অশোক পট্টনায়ক ওরফে শ্রী অশোক কুমার পট্টনায়কের আইনি উত্তরাধিকারী) পিতা- মৃত অশোক পট্টনায়ক দাঁইতলা বাজার, গ্রাম - তুপচিবার পোঃ - পটাশপুর, থানা- পটাশপুর জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৪৩৯ আরও ঠিকানা - গ্রাম - মাটিরামপুর পোঃ / থানা- পটাশপুর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৪৩৯ শ্রীমতী দেবযানী পট্টনায়ক মাইতি (মৃত অশোক পট্টনায়ক ওরফে শ্রী অশোক কুমার পট্টনায়কের আইনি উত্তরাধিকারী) পিতা- মৃত অশোক পট্টনায়ক দাঁইতলা বাজার, গ্রাম - তুপচিবার পোঃ - পটাশপুর, থানা- পটাশপুর জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৪৩৯ আরও ঠিকানা- গ্রাম - মাটিরামপুর পোঃ / থানা- পটাশপুর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৪৩৯	ক) ১,৯০,৬৮,৩৬৫.৮২ টাকা (এক কোটি নব্বই লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র) তৎসহ ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। খ) ০২.০৬.২০২৫ গ) ২৯.০৮.২০২৫	সম্পত্তি - ১ : সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং তার উপর বা প্লটে নির্মিত ভবন, যার পরিমাপ ৭৮৬ বর্গ লিঙ্ক (৩৯৩/৫০০ ডেসিমেল), মৌজা - তুপচিবার, প্লট নং ৯৪৩/১৩১৬, খতিয়ান নং ১০, জে.এল. নং ৫৪, দাঁইতলা বাজার, পটাশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ এবং থানা এবং সাব-রেজিস্ট্রি পটাশপুর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪৩৯। **স্বত্বাধিকারী- শ্রী অশোক পট্টনায়ক ওরফে শ্রী অশোক কুমার পট্টনায়ক। দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির সীমানা:-** উত্তর - দাগ শেখ গোলাম সাদেক আলী, দক্ষিণ - তাপস পট্টনায়ক, পূর্ব - পাকা রাস্তা, পশ্চিম - ৯৪৩ নং দাগে পুকুর। বর্তমান অবস্থামতে - উত্তর - সাধারণ দেওয়াল তারপর অন্যান্য সম্পত্তি (মল্লিকা পাদুকালয়), দক্ষিণ - সাধারণ দেওয়াল তারপর অন্যান্য সম্পত্তি (চারু হার্ডওয়্যার), পূর্ব - এগ্রা থেকে বাজকুল পিচ রাস্তা, পশ্চিম - শ্রী ফাকুর পুকুর। সম্পত্তি - ২ : সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং প্লটের উপর একতলা অ্যাসবেসটস শেডযুক্ত কাঠামো, যার মোট পরিমান ৪.৫৬ ডেসিমেল, যার মধ্যে রয়েছে : ক) মৌজা - মাটিরামপুর, পুরাতন খতিয়ান নং ১৫৪, বর্তমান খতিয়ান নং ১৯৩, প্লট নং ৬৯০, জে.এল. নং ৫১, যার পরিমান ৪.০০ ডেসিমেল, পটাশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ, থানা এবং এ.ডি.এস.আর. পটাশপুর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪৩৯। **দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির সীমানা:-** উত্তর - কেশব দাস এবং অন্যান্য, দক্ষিণ - উপরোক্ত দাগ, ক্রেতা শ্রীমন্ত বেরা, পশ্চিম - পাকা রাস্তা, পূর্ব - ফাঁকা জমি। খ) মৌজা - মাটিরামপুর, আর.এস. প্লট নং ৬৫১, এল.আর. খতিয়ান নং ২১৬ (পুরাতন খতিয়ান নং ১৩৪, ২২৫ এর অধীনে), জে.এল. নং ৫১, যার পরিমান ০.৫৬০ ডেসিমেল, পটাশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ, থানা এবং এ.ডি.এস.আর. পটাশপুর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪৩৯। **দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির সীমানা:-** উত্তর - পবিত্র বিসাই এবং অন্যান্য, বর্তমানে বাস্তু, দক্ষিণ - ক্রেতা নিজে এবং ৬৯০ নং দাগ, পূর্ব - ৬৫২ নং প্লটে জল, পশ্চিম - পিচ রাস্তা। উপরোক্ত সম্পত্তির মোট পরিমান ৪.৫৬ ডেসিমেল, **যার সীমানা হল:-** উত্তর - বৃষ্টি নার্সারি, দক্ষিণ - পটাশপুর অল ইন্ডিয়া কিন্নর সোসাইটি, পূর্ব - ফাঁকা জমি, পশ্চিম - এগ্রা-বাজকুল রাস্তা, **মালিক - শ্রী অশোক পট্টনায়ক ওরফে শ্রী অশোক কুমার পট্টনায়ক।** সম্পত্তি - ৩ : সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি, যার মোট পরিমান ১৮.৬৬৬ ডেসিমেল, যার মধ্যে রয়েছে : ক) মৌজা - ইটাছোনা, আর.এস. প্লট নং ৭০১, খতিয়ান নং ৩১৭ (এল.আর.), জে.এল. নং ৫০, যার পরিমান ৩.০০ ডেসিমেল, পটাশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ, থানা এবং এ.ডি.এস.আর. পটাশপুর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪৩৯। **দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির সীমানা:-** উত্তর - পাকা রাস্তা, দক্ষিণ - ক্রেতার নিজস্ব জলাজমি, পূর্ব - বিক্রেতার নিজস্ব জলাজমি, পশ্চিম - শ্রী বঙ্কিম জানা, জলাজমি। খ) মৌজা - ইটাছোনা, প্লট নং ৭০১/১২৫৮, জে.এল. নং ৫০, পোঃ, থানা এবং এ.ডি.এস.আর. পটাশপুর। খতিয়ান নং ২৭০, যার পরিমান ১৫.৬৬৬ ডেসিমেল, ৫ নং পটাশপুর অঞ্চলের অধীনে, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪৩৯। **দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির সীমানা:-** উত্তর - বিকাশ পট্টনায়ক, জল, দক্ষিণ - মাবুদ, জল, পূর্ব - **ভানু বেরা, জল, পশ্চিম - ভাকু জানা, জল। উপরোক্ত সম্পত্তির মোট পরিমান ১৮.৬৬৬ ডেসিমেল, যার সীমানা হল:-** উত্তর - ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ - ফাঁকা জমি দ্বারা, পূর্ব - ফাঁকা জমি দ্বারা, পশ্চিম - ফাঁকা জমি দ্বারা। **স্বত্বাধিকারী- শ্রী অশোক পট্টনায়ক ওরফে শ্রী অশোক কুমার পট্টনায়ক। (সমস্ত সম্পত্তি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) সম্পত্তি - ১ ৩৫,২০,০০০.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র) সম্পত্তি - ২ ২৯,৮৯,০০০.০০ টাকা (ঊনত্রিশ লক্ষ উননব্বই হাজার টাকা মাত্র) সম্পত্তি - ৩ ৮,৭৩,০০০.০০ টাকা (আট লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) খ) সম্পত্তি - ১ ৩,৫২,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ বায়ান্ন হাজার টাকা মাত্র) সম্পত্তি - ২ ২,৯৮,৯০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার নয়শো টাকা মাত্র) সম্পত্তি - ৩ ৮৭,৩০০.০০ টাকা (সাতাশি হাজার তিনশো টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০/- টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি - চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা মোবা. ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) সম্পত্তি - ১ এর ৩,৫২,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি - ২ এর ২,৯৮,৯০০.০০ টাকা এবং সম্পত্তি - ৩ এর ৮৭,৩০০.০০ টাকা ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
২.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০১৬ খ) ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা : মেসার্স হিন্দুস্তান শিপিং এজেন্সি রুম নং ৪, স্টিফেন হাউস ৪, বি. বি. ডি. বাগ (পূর্ব), থানা- হেয়ার স্ট্রিট কলকাতা - ৭০০০০১. শ্রী বেচারাম দাস পিতা- মৃত শীতল চন্দ্র দাস ঠাকুরানি চক, বারুইপাড়া থানা- সিঙ্গুর, হুগলী, পিন - ৭১২৩০৬ শ্রীমতী অনামিকা দাস স্বামী- শ্রী বেচারাম দাস ঠাকুরানি চক, বারুইপাড়া থানা- সিঙ্গুর, হুগলী, পিন - ৭১২৩০৬	ক) ২,৪০,৮১,৩৮৪.২৯ টাকা (দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার তিনশো চুরাশি টাকা এবং উনত্রিশ পয়সা মাত্র) তৎসহ ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। খ) ১৫.০৯.২০১৬ গ) ০৮.০৩.২০১৭	সম্পত্তি - ক : সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি ফাঁকা জমি যার পরিমাপ ১১ ডেসিমেল অর্থাৎ ৪৭৯১.৬ বর্গফুট, অবস্থিত জেলা - হুগলী, থানা - সিঙ্গুর, মৌজা - বারুইপাড়া, জে.এল. নং ৮৫, পাটলগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, এল.আর. খতিয়ান নং ২২০৬ এবং ২৩৪২ এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ২১৩। **২১৩ নং প্লটের সীমানা:-** উত্তর- অন্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণ- কেনারাম দাসের জমি, পূর্ব- ৭ ফুট চওড়া সিসি রাস্তা, পশ্চিম- অনন্ত দাসের জমি। সম্পত্তি - খ : সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একতলা ইটের কাঠামোর আবাসিক ভবন সহ জমি যার পরিমাপ ৪ ডেসিমেল অর্থাৎ কমবেশি ১৭৪২.৪ বর্গফুট, অবস্থিত জেলা- হুগলী, গ্রাম - ঠাকুরানিচক, থানা - সিঙ্গুর, মৌজা - বারুইপাড়া, জে.এল. নং ৮৫, পাটলগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, এল.আর. খতিয়ান নং ২২০৬ এবং ২৩৪২ এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ২১২। **২১২ নং প্লটের সীমানা:-** উত্তর- কেনারাম দাসের জমি, দক্ষিণ- ৭ ফুট চওড়া সিসি রাস্তা, পূর্ব- ৭ ফুট চওড়া সিসি রাস্তা, পশ্চিম - কেনারাম দাসের জমি। **(সম্পত্তিগুলি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) সম্পত্তি - ক : ১৭,৩০,০০০.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) সম্পত্তি - খ : ১১,৯০,০০০.০০ টাকা (এগারো লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) খ) সম্পত্তি - ক : ১,৭৩,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) সম্পত্তি - খ : ১,১৯,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ উনিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা মোবা. ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) সম্পত্তি - ক এর ১,৭৩,০০০.০০ টাকা এবং সম্পত্তি - খ এর ১,১৯,০০০.০০ টাকা ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৩.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০১৬ খ) মেসার্স কালেকশন (ঋণগ্রহীতা) অংশীদার- এমদাদুল হক পিতা- বকিয়াতুল্লা মণ্ডল এনএইচ-৩৪, উত্তরপাড়া মোড়, বহরমপুর জেলা- মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৮৭ মেসার্স কালেকশন (ঋণগ্রহীতা) অংশীদার - কামরুন্নেসা বেগম স্বামী- এমদাদুল হক এনএইচ-৩৪, উত্তরপাড়া মোড়, বহরমপুর জেলা- মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৮৭	ক) ১,৪৩,২৩,৯৪০.৬১ টাকা (এক কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ তেইশ হাজার নয়শো চল্লিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা মাত্র) তৎসহ ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। খ) ৩০.০৪.২০২৪ গ) ০৪.০৭.২০২৪	একটি জমি এবং দোতলা ভবনের ই.এম.টি, যার আর.এস. দাগ নং ৭৮৬৮, এল.আর. দাগ নং ৯০৩৬, খতিয়ান নং ৩৩৬০, মৌজা - ১৮ গোপজান, জে.এল. নং ১৮, রাধারঘাট - ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা - বহরমপুর টাউন, জেলা - মুর্শিদাবাদ, যা 'বাড়ি' হিসেবে রূপান্তরিত এবং পরিমাপ ২.৮৫ ডেসিমেল, **এমদাদুল হকের নামে। এর সীমানা হল :-** উত্তর - কামরুজ্জামানের বাড়ি, দক্ষিণ - আলিমুন্নেসার বাড়ি, পূর্ব - রাস্তা, পশ্চিম - আব্দুল রাজ্জাক ও অন্যদের বাড়ি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) ৩২,১৩,০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ তেরো হাজার টাকা মাত্র) খ) ৩,২১,৩০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ একুশ হাজার তিনশো টাকা মাত্র) গ) ৫০,০০০.০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা মোবা. ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) ৩,২১,৩০০.০০ টাকা ইএমডি পরিমাণ ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৪.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০১৬ খ) মেসার্স শ্রী গোপাল এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), অংশীদারদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব - ১. শ্রী তদঘট গুপ্ত ২. শ্রীমতী সাগরিকা গুপ্ত হাস্গিয়া, কাওগাছি জিপি, থানা- জগদ্দল উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ পিন , ৭৪৩১২৭ শ্রী তদঘট গুপ্ত (অংশীদার/বন্ধকদাতা/গ্যারান্টর) পিতা- প্রেম চাঁদ আগরওয়াল বিবেক ম্যানশন ফ্ল্যাট নং ২০১, ৩০৬১১ জিটি রোড, বেলুড় বালি, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১১২০২ শ্রীমতী সাগরিকা গুপ্ত (অংশীদার/ বন্ধকদাতা/ গ্যারান্টর) স্বামী- শ্রী তদগত গুপ্ত বিবেক ম্যানশন ফ্ল্যাট নং ২০১, ৩০৬১১ জিটি রোড, বেলুড় বালি, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১১২০২	ক) ১,৬৯,০১,৯৯৭.৭২ টাকা (এক কোটি উনসত্তর লক্ষ এক হাজার নয়শো সাতানব্বই টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র) তৎসহ ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। খ) ২৪.১০.২০২৫ গ) ১৫.০১.২০২৬	সমস্ত সেই ফ্ল্যাট নং ১, পরিমাপে প্রায় ৭৮৩ বর্গফুট বা সামান্য কম বা বেশি, যা 'বিবেক ম্যানশন' নামক আবাসিক কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় (২য়) ফ্লোরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত, যার সাথে রয়েছে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং ভবনটির সাধারণ এলাকা ব্যবহারের অধিকার, যার মোট পরিমান প্রায় ১০ কাঠা ৯ ছটাক ৩৬ বর্গফুট বা সামান্য কম বা বেশি, যার ওপর দণ্ডায়মান কাঠামোসহ বালি মিউনিসিপ্যালিটি প্রাঙ্গণ নং ৩০৬/১ (পুরানো ৩৩৮), জি. টি. রোড, থানা - বালি, জেলা - হাওড়া এবং মৌজা- বেলুড়, জে. এল. নং ১৫, আর. এস. দাগ নং ৯৩৫, এল. আর. দাগ নং ৮৪০, আর. এস. খতিয়ান নং ১৬৩, এল. আর. খতিয়ান নং ১৪৩/১-এর অন্তর্গত, যা জেলা ও অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার হাওড়ার অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত, এবং **যার সীমানা নিম্নরূপ:-** উত্তরে - ৩০৬/২, জি. টি. রোড, বেলুর; দক্ষিণে - ৩০৬/২, জি. টি. রোড, বেলুড়; পূর্বে - সাধারণ চলাচলের পথ; পশ্চিমে - জি. টি. রোড। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) ৩২,৮০,০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) খ) ৩,২৮,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ৫০,০০০.০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা মোবা. ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) ৩,২৮,০০০.০০ টাকা ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৫.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০১৬ খ) মেসার্স বি. এস. এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী - শ্রী রবীন্দ্রনাথ পাল ৪৮৯ / (৩২১/সি), জি. টি. রোড, চাতরা, শীতলাতলা, শ্রীরামপুর, হুগলী, পিন - ৭১২২০৪ শ্রী রবীন্দ্রনাথ পাল (স্বত্বাধিকারী) ৪৮৯/(৩২১/সি) জি. টি রোড চাতরা, শীতলাতলা, শ্রীরামপুর, হুগলী, পিন - ৭১২২০৪ শ্রীমতী সুমিত্রা পাল (গ্যারান্টর) ৪৮৯/(৩২১/সি), জি. টি. রোড, চাতরা, শীতলাতলা, শ্রীরামপুর, হুগলী, পিন - ৭১২২০৪	ক) ৭৫,৪৪,০৮৫.৮২ টাকা (পঁচাত্তর লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পঁচাশি টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র) তৎসহ ০১.০৬.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। খ) ০৭.০৬.২০২১ গ) ২৮.১২.২০২১	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১ কাঠা ৮ ছটাক ২১ বর্গফুট জমি এবং তার ওপর একতলা ভবন, যা মৌজা - চাতরা, আর.এস. দাগ নং ৩০২৯, আর.এস. খতিয়ান নং ২৪২১, এল.আর. প্লট নং ৩৯৩১, ৩৯৩২, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬৩০/৬, হোল্ডিং নং ৪৮৯(৩২১/সি) জি. টি. রোড, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী-এর অন্তর্গত। **সম্পত্তির সীমানা হল:-** উত্তরে - শান্তি রাম ভট্টাচার্য্যের জমি এবং ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ, দক্ষিণে - ৩ ফুট চওড়া ড্রেন, পূর্বে - শান্তি রাম ভট্টাচার্য্যের জমি, পশ্চিমে - শান্তি রাম ভট্টাচার্য্যের জমি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) ১৮,৫৫,০০০.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা মাত্র) খ) ১,৮৫,৫০০.০০ টাকা (এক লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা মোবা. ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) ১,৮৫,৫০০.০০ টাকা ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৬.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০১৬ খ) জনাব সেখ পরেশ (ঋণগ্রহীতা) পিতা- মৃত সেখ গফুর গ্রাম - চৌধুরিবার পোঃ - বসন্তিয়া, থানা- কাঁথি জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪৪২ মিসেস রওশন বিবি (গ্যারান্টর) স্বামী- শ্রী সেখ পরেশ গ্রাম - চৌধুরিবার পোঃ - বসন্তিয়া, থানা- কাঁথি জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪৪২	ক) ১,০৯,০৩,৮০৩.৩২ টাকা (এক কোটি নয় লক্ষ তিন হাজার আটশো তিন টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র) সহ ০১.০৪.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। খ) ০৫.১২.২০১৯ গ) ০৯.০৯.২০২০	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা জে.এল. নং ৪৮৭, তৌজি নং ১৭৪৯, প্লট নং ১৩০, ১৩১, ১৩২, ৩০২, ৩১০, ৩১১, ৩১২ এবং ৩১৭, খতিয়ান নং ৬০, ৫৬, ৫১/৯, ৫১/১০, ৮৮ এবং ৫১ হাল খতিয়ান নং ১১৪, পরিমাপ ২০ ডেসিমেল, এবং জে.এল. নং ৪৮৯, তৌজি নং ১৭৪৯, দাগ নং ৮৫০ এবং ৮৫৫, খতিয়ান নং ১৬১, পরিমাপ ৪.৩ ডেসিমেল-এর অন্তর্গত, যা মৌজা - চৌধুরিবার, থানা - কাঁথি, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর-এ অবস্থিত। **সীমানা :-** উত্তরে - প্লট নং ১৩৩, সিমা, সেখ খালেক, রাস্তা, দক্ষিণে - ২১৬, ১৯, রাস্তা, পূর্বে - ২১৯/২২১, সিমা, পশ্চিমে - ১৩২/৮৭০, ০৭। **(সম্পত্তিটি আমাদের প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) ৩৪,০০,০০০.০০ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ৩,৪০,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ৫০,০০০/- টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা মোবা. ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) ৩,৪০,০০০.০০ টাকা ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৭.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০১৬ খ) মেসার্স সাঁই তারা এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী - অনুরাধা চক্রবর্তী ৩৮/৩৫/১, মিশন কম্পাউন্ড বোলপুর, জেলা - বীরভূম পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১২০৪ অনুরাধা চক্রবর্তী শান্তিনিকেতন রোড, মিশন কম্পাউন্ড, বোলপুর, জেলা - বীরভূম পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১২০৪ তাপসী চ্যাটার্জী স্বামী- অতীশ চ্যাটার্জী ২০/১, কান্দি জেল রোড, কান্দি মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১৩৭ অসীম চক্রবর্তী ৩৮/৩৫/১, মিশন কম্পাউন্ড পোঃ - বোলপুর, জেলা - বীরভূম পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১২০৪	ক) ৩৫,৪৭,৯২৫.৬৪ টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার নয়শো পঁচিশ টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা মাত্র) তৎসহ ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। খ) ৩০.০৩.২০২৪ গ) ০৩.০৭.২০২৪	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও ভবন যা ২০/১, কান্দি জেল রোড, মৌজা - রূপপুর, জে.এল. নং ৮৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১১২১, আর.এস. দাগ নং ১১৪৭, এল.আর. দাগ নং ১৩৫৭, কান্দি পৌরসভার ওয়ার্ড নং ১৫-এর অধীনে, পোঃ / থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৭-এ অবস্থিত, যার পরিমাপ ৬.৫০ ডেসিমেল, **তাপসী চ্যাটার্জীর নামে। (প্রতীকী দখল)। সীমানা:-** উত্তরে - ৮ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা, দক্ষিণে - উঁচু ড্রেন / খাল, পূর্বে - ননী গোপাল পাঠকের সম্পত্তি, পশ্চিমে - চন্দন চ্যাটার্জীর সম্পত্তি। **(সম্পত্তিটি গঠনমূলক দখলের অধীনে)**	ক) ৩২,২০,০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ৩,২২,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ বাইশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০/- টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা মোবা. ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) ৩,২২,০০০.০০ টাকা ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৮.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০১৬ খ) শ্রী সুকান্ত দাস পিতা- নিত্যলাল দাস প্রেম নং ১৭৭, ফ্ল্যাট নং ২এ, ২য় ফ্লোর রাজা রাম মোহন রায় রোড ওয়ার্ড ১২১, থানা- বেহালা কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৮ আরও ঠিকানা - ১৭১/৪, রায় বাহাদুর রোড, বেহালা, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৩৪	ক) ৪৫,১৭,২১৯.৫৩ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ সতেরো হাজার দুইশো উনিশ টাকা এবং তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র) তৎসহ ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। খ) ১৩.০১.২০২৩ গ) ২৬.০৪.২০২৩	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট যা ২য় তলায় পূর্ব-দক্ষিণ দিকে মার্বেল ফ্লোরিং সহ ফ্ল্যাট নং ২এ, যার সুপার বিল্টআপ এরিয়া সহ পরিমাপ কমবেশি ১০৫০ বর্গফুট এবং সাথে একতলায় ১২০ বর্গফুট পরিমাপের একটি কার পার্কিং স্পেস, এবং জমির আনুপাতিক অংশ যা আর.এস. দাগ নং ৩১, ৩১/৯২৭ এবং ৩১/৯২৭ ৩১/৯২৮ সবগুলি আর.এস. খতিয়ান নং ৯৫-এর অধীনে, মৌজা - মুরাদপুর, জে.এল. নং ১৩, আর.এস. নং ১৯২, তৌজি নং ৭৪-৭৭, ৮২, থানা - বেহালা, ডি.এস.আর. - আলিপুর এবং এ.ডি.এস.আর. বেহালা এবং এর পৌর প্রাঙ্গণ নং ১৭৭, রাজা রাম মোহন রায় রোড, কলকাতা পৌরসংস্থার ১২১ নং ওয়ার্ডের মধ্যে, কলকাতা - ৭০০০০৮, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। **সম্পত্তির সীমানা:-** উত্তরে - ১৪ ফুট চওড়া কলকাতা পৌরসংস্থার রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণে - আংশিকভাবে দুলাল সরকারের সম্পত্তি এবং আংশিকভাবে ফণী ভূষণ সরকারের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে - আংশিকভাবে অজিত সরকারের সম্পত্তি এবং আংশিকভাবে আর.এস. দাগ নং ৩১১৯২৮-এর সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে - আংশিকভাবে অন্যদের সম্পত্তি এবং আংশিকভাবে ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ দ্বারা। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) ২৯,০০,০০০.০০ টাকা (উনত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ২,৯০,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০/- টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা মোবা. ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) ২,৯০,০০০.০০ টাকা ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৯.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০১৬ খ) মেসার্স কুরশিয়া বস্ত্রালয় স্বত্বাধিকারী - কাউসার সেখ পিতা- আজাহার সেখ গ্রাম - বাগিচাপাড়া, পোঃ - হরিভাঙ্গা বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২৩০২ কাউসার সেখ (স্বত্বাধিকারী ও ঋণগ্রহীতা) পিতা- আজাহার সেখ গ্রাম - বাগিচাপাড়া, পোঃ - হরিভাঙ্গা বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২৩০২ মোকামুদ্দিন সেখ (গ্যারান্টর) প্রযত্নে- সিরাজ সেখ গ্রাম , শিলপুকুর পোঃ বালি, গোকুলপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২৩০২	ক) ৩০,৯৭,৮৮৩.৪৫ টাকা (ত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার আটশো তিরাশি টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা মাত্র) তৎসহ ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। খ) ০৫.১১.২০২২ গ) ১২.০২.২০২৫	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও ভবন যা জে.এল. নং ২৬, মৌজা - বালি, প্লট নং আর.এস. ৩৩৮৪, এল.আর. ২৮৪৯, খতিয়ান নং আর.এস. ৬৩৩৩, ১৩৭১, এল.আর. ৭৩৩২ (বর্তমান এল.আর. ৭৯১৭), পরিমাপ ৪.১৩ ডেসিমেল, ব্লক ও জেলা - মুর্শিদাবাদ-এ অবস্থিত, **কাউসার সেখের নামে। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:-** পূর্ব - পঞ্চায়েত রাস্তা, পশ্চিম - নবকুমার নাবিক, উত্তর - মনিরুল সেখ, দক্ষিণ - ইসলাম সেখ। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) ১৭,৪৬,০০০.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ১,৭৪,৬০০.০০ টাকা (এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার ছয়শো টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০/- টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা মোবা. ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) ১,৭৪,৬০০.০০ টাকা ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
১০.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০১৬ খ) মেসার্স জেডজেএমটি বিশ্বাস কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী - মহঃ টিঙ্কুর রহমান পোঃ মোথাবাড়ি, গ্রাম - কিশোরপুর, থানা- কালিয়াচক, মালদহ পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩২২০৭. মহঃ টিঙ্কুর রহমান পিতা- মোঃ খলিলুর রহমান গ্রাম - মোথাবাড়ি পূর্ব হোসেনাবাদ থানা- কালিয়াচক, মালদহ পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩২২০৭	ক) ২৫,৬০,২৭২.৫৭ টাকা (পঁচিশ লক্ষ ষাট হাজার দুইশো বাহাত্তর টাকা এবং সাতান্ন পয়সা মাত্র) তৎসহ ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। খ) ০২.০৪.২০২৫ গ) ১৮.০৬.২০২৫	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও ভবন যার পরিমাপ প্রায় ৫ ডেসিমেল, মৌজা - পূর্ব হোসেনাবাদ, জে.এল. নং ১২৮, এল.আর. প্লট নং ৯৩২ (২.০০ ডেসিমেল) এবং ৯৩৪ (৩.০০ ডেসিমেল), আর.এস. খ তিয়ান নং ৪৮, এল.আর. - ৩২৮ (পুরাতন), ১৭০৫ (নতুন), থানা - কালিয়াচক, জেলা - মালদহ-এর অন্তর্গত, **মোঃ টিঙ্কুর রহমানের নামে। উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:-** উত্তরে - মোঃ খলিলুর রহমানের বাড়ি, দক্ষিণে - মসিদুর রহমান, পূর্বে - বিশু সেখ, পশ্চিমে - ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) ৩৬,৪০,০০০.০০ টাকা (ছত্রিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ৩,৬৪,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকা মাত্র) গ) ৫০,০০০.০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা মোবা. ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) ৩,৬৪,০০০.০০ টাকা ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ১৫.০৭.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১.৩০ টা পর্যন্ত, ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ১৪.০৭.২০২৬ বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-

১. সম্পত্তিগুলি "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**যাই থাক না কেন**" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. সম্পত্তিটি রিজার্ভ প্রাইসের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. একক দরদাতার ক্ষেত্রে, দরদাতা/ক্রেতাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি সহ বিড করতে হবে।
৪. নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে "**অনলাইন ইলেকট্রনিক মোডে**" হবে।
৫. রিজার্ভ প্রাইসের ১০% ইএমডি পরিমাণ **M/s PSB Alliance Private Limited [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)]** এর ই-ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। চালান তৈরি করে **১৪.০৭.২০২৬ বিকেল ৫.০০ টার আগে** RTGS/NEFT এর মাধ্যমে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে।
৬. সার্ভিস প্রোভাইডারের যোগাযোগের বিবরণ: **M/s. PSB Alliance Pvt Ltd [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)], ফোন নং ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪০ ১০১৭২ / ৮২৯১২ ২০২২০ / ৯৮৯২২ ১৯৮৪৮ / ৮১৬০২ ০৫০৫১, ইমেইল: support.BAANKNET@psballiance.com**
৭. ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সাথে পরামর্শের পর **২৯.০৬.২০২৬ থেকে ১০.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টার মধ্যে** সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল সর্বোচ্চ দরদাতাকে সফল ঘোষণার পরপরই (ইতিমধ্যেই দেওয়া ইএমডি সহ) বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা দিতে হবে এবং বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বাকি ৭৫% জমা দিতে হবে। যদি সফল দরদাতা/ক্রেতা উল্লিখিত বিক্রয় মূল্য প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তবে তার জমা দেওয়া ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জের সমস্ত খরচ, কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া/ট্যাক্স/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ সরকারি বকেয়া ইত্যাদি সফল দরদাতা/ক্রেতা বহন করবেন।
১০. এটি ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের প্রতি একটি সাধারণ নোটিশ যে, তাদের বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা হলে উপরিউক্ত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে।
১১. ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ই-নিলামের তারিখের আগে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরিউক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় সম্পত্তি নিলাম করা হবে এবং সুদ ও খরচ সহ বকেয়া পুনরুদ্ধার করা হবে।
১২. ব্যাঙ্ক কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রাপ্ত কোনও বা সমস্ত অফার বা বিড গ্রহণ/বাতিল বা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com** দেখুন।

তারিখ: ৩০.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
কানাড়া ব্যাঙ্ক

রাজস্থানকে জল দিতে রাজি হরিয়ানা

শাহের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর 'মউ'

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের উদ্যোগে অবশেষে হরিয়ানা ও রাজস্থানের মধ্যে ৩২ বছরের পুরোনো যমুনা জল বণ্টন বিবাদের অবসান ঘটল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে সোমবার দু'রাজ্যের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র (মউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, হরিয়ানা ও রাজস্থানের মধ্যে যমুনার জল বিবাদ মূলত ১৯৯৪ সালের একটি চুক্তির বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে। ৩২ বছরের পুরনো ওই 'উচ্চ যমুনা বেসিন চুক্তি' অনুযায়ী, বর্ষাকালে হথনিকুণ্ড ব্যারাজ থেকে উদ্বৃত্ত যমুনার জল রাজস্থানে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী বর্ষায় মরশুমে রাজস্থানের ১,৯১৭ কিউসেক জল পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হরিয়ানা সরকার পরবর্তী সময় সেই শর্ত পালনে আগ্রহ দেখায়নি। হরিয়ানা থেকে রাজস্থানের খরাপ্রবণ শেখাবাটি অঞ্চলে জল নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও নির্দিষ্ট খাল বা অন্য পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা ছিল না। হরিয়ানার সীমান্ত দিয়ে রাজস্থানে জল পৌঁছানোর জন্য নতুন খাল খনন করার বিষয়ে দুই রাজ্য দীর্ঘদিন কোনো সমঝোতে পৌঁছাতে পারেনি। এদিন শাহের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী (জলসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী) সিআর পাটিল, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি এবং সংশ্লিষ্ট দুই রাজ্যের জলসম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী ও আধিকারিকেরা ওই বৈঠকে ছিলেন। নতুন সমঝোতা অনুযায়ী বর্ষার মরশুমে হরিয়ানার হাথনিকুণ্ড (তাজওয়ালা) বাঁধ থেকে অতিরিক্ত যমুনার জল পাইপলাইনের মাধ্যমে রাজস্থানের শেখাবাটি অঞ্চলে (সীকর, চুরু, ঝুনঝুনু জেলা) পৌঁছবে। এর ফলে হরিয়ানার সীমানা লাগোয়া ওই অঞ্চলের দীর্ঘদিনের জলসংকট দূর হবে।

৩ বছরের শিশুকে ধর্ষণ এবং খুনে ফাঁসির সাজা

পুণে, ২৯ জুন: তিন বছরের শিশুকে ধর্ষণ এবং খুনের আসামিকে ফাঁসির সাজা দিল পুণের আদালত। অপরাধের দু'মাসের মধ্যে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিল বিশেষ আদালত। ওই ঘটনাকে 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' বলে মনে করছেন বিচারক।

গত ২৫ জুন পুণের বিশেষ আদালতের বিচারক এসআর সালুঙ্কে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। সোমবার আসামির সাজা ঘোষণা করেন তিনি। আদালত মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়ার সময় কাঠগড়াতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন অভিযুক্ত। তাঁর অপরাধকে 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' বলেও বর্ণনা করেছেন বিচারক। আদালত আসামির মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিতেই এজলাসে কান্নায় ভেঙে পড়েন নির্যাতিতা শিশুর পরিবারের সদস্যেরা।

ঘটনাটি ঘটে গত ১ মে। খাবার এবং বাছুর দেখানোর প্রলোভন দেখিয়ে পুণে জেলার এক গ্রাম থেকে ওই শিশুকে তুলে নিয়ে যায় আসামি। তিন বছরের ওই শিশুকন্যাকে একটি খামারের কাছে নিয়ে গিয়ে তিনি ধর্ষণ করে সে। তার পরে শ্বাসরোধ করে খুন করে ওই শিশুকে।

রায়ের মূল অংশ পড়ে শোনানোর সময়ে বিচারক জানান, যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ জমা পড়েছে তার ভিত্তিতে অপরাধের ভয়াবহতা প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর পর্যবেক্ষণ, আসামির বিরুদ্ধে অতীতেও গুরুতর হামলার অভিযোগ রয়েছে। বিচারক বলেন, 'অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ হয়েছে।

নির্যাতিতার প্রতি অমানবিক আচরণ এবং অত্যাচার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নির্যাতিতা ছিল এক নিষ্পাপ ও অসহায় শিশু। যে ভাবে এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটানো হয়েছে, তা চরম বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দেয়। কোনও উস্কানি ছাড়াই ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে শিশুকে। এটি এতটাই নৃশংস ভাবে করা হয়েছে, তা মানুষের বিবেককে স্তম্ভিত করে দেয়।'

এ ক্ষেত্রে অভিযুক্তের সাজা কমানোর মতো কোনও পরিস্থিতি নেই বলেও মনে করেন বিচারক। তিনি বলেন, 'এ ক্ষেত্রে একমাত্র একটি বিষয়ই উঠে আসতে পারে। তা হল অভিযুক্তের বয়স। তিনি ৬৫ বছর বয়সি একজন ব্যক্তি। কিন্তু, এটি তাঁর সাজা কমানোর কারণ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। বরং এটি অপরাধের ভয়াবহতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।'

হরমুজে হামলা বন্ধ করতে রাজি ইরান, আমেরিকা

আজ কাতারে ফের বৈঠক

ওয়াশিংটন, ২৯ জুন: টানা চার দিনের হামলা-পাল্টা হামলার পর অবশেষে সংঘর্ষ থামাতে রাজি হয়েছে ইরান এবং আমেরিকার বাহিনী। মার্কিন আধিকারিককে উদ্ধৃত করে এমনটাই জানিয়েছে সে দেশের সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিয়স। আজ কাতারে দুই দেশের প্রতিনিধিরা ফের আলোচনায় বসতে চলেছেন। স্বাক্ষরিত মউ-এর শর্ত অনুযায়ী হরমুজ প্রণালী দিয়ে আপাতত বাধাহীন ভাবেই জাহাজ চলাচল করতে পারবে, জানিয়েছেন ওই মার্কিন আধিকারিক।

আমেরিকা-ইরানের মধ্যে শান্তি স্থাপনে পাকিস্তানের সঙ্গে অন্যতম মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছে কাতার। আজ সেখানেই দুই দেশের প্রতিনিধিরা আলোচনায় বসবেন। কারিগরি স্তরে সংঘর্ষবিরতি চুক্তির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনা হবে।

গত বৃহস্পতিবার হরমুজের কাছে ওমান উপকূলে সিঙ্গাপুরের পতাকাবাহী একটি জাহাজ আক্রান্ত হয়। আমেরিকার দাবি, ইরান ওই জাহাজে হামলা চালিয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করে ইরান এই হামলার দায় পাল্টা চাপায় মার্কিন বাহিনীর উপর। আমেরিকা তার জবাবে ইরানের বেশ কিছু ঘাঁটি লক্ষ্য করে বোমা ফেলেছিল। পাল্টা পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন ঘাঁটিকে নিশানা করেছিল তেহরানও। কুয়েতে এবং বাহরিনে তারা বোমাবর্ষণ করেছিল। এই সংঘর্ষ চলেছে শনিবার পর্যন্ত। হরমুজে পানামার পতাকাবাহী একটি তেলের ট্যাঙ্কারেও হামলা হয় এই সময়।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, এ ভাবে চলতে থাকলে সামরিক শক্তি ফের প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে ওয়াশিংটন। সে ক্ষেত্রে ইরানের আর কোনও অস্তিত্বই থাকবে না। মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্যের সমালোচনা করে পাল্টা হুঁশিয়ারি দেয় তেহরানও। এই পরিস্থিতিতে কিছু দিন আগে স্বাক্ষরিত সংঘর্ষবিরতির চুক্তি প্রশ্নের মুখে পড়েছিল। যে কোনও দিন ফের পুরোদমে যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তার মধ্যেই দু'পক্ষ সংঘর্ষ থামাতে রাজি হয়েছে বলে দাবি করল ওয়াশিংটন। মার্কিন আধিকারিকের কথায়, 'মউ অনুযায়ী প্রযুক্তিগত আলোচনা চলছে।

ময়দান

নেতৃত্ব হারাতে চলেছেন হরমনপ্রীত? কী জানালেন ভারতীয় কোচ ?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অভিযান গ্রুপ পর্বেই শেষ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি দলের দায়িত্ব সামলালেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখনও ভারতকে শিরোপা এনে দিতে পারেননি। ফলে আগামী দিনে নেতৃত্বে পরিবর্তন হতে পারে কি না, তা নিয়েই এখন চলছে জল্পনা।

আর্জেন্টিনা ফুটবল ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে ও আর্জেন্টিনার ভক্ত উত্তম সাহার আয়োজনে গাঙ্গুলিবাগান অরুণাচল সংঘের মাঠে বড় এলইডি স্ক্রিনে বিশ্বকাপ ফুটবলের আর্জেন্টিনা,জর্ডন ম্যাচ সম্প্রচারের আয়োজন করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং কৃষি বিপণনমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। ফুটবলপ্রেমীদের সঙ্গে বসে গোটা ম্যাচ উপভোগ করার পাশাপাশি তাঁদের সঙ্গে মতবিনিময়ও করেন তিনি। আয়োজকদের মতে, বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা বর্তমান মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের এই ক্রীড়াপ্রেম ফুটবলপ্রেমীদের আরও উৎসাহিত করেছে।

প্রথমবার আইএসএল জয়ের আনন্দে অভিনব উদযাপনের সাক্ষী থাকল হাওড়া ব্রিজ সংলগ্ন গঙ্গাবক্ষ। ইস্টবেঙ্গল আল্ট্রাস ফ্যান ক্লাব-এর উদ্যোগে লঞ্চে উড়ল লাল-হলুদ পতাকা, মুখরিত হল 'আমরাই ভারতসেরা, ইস্টবেঙ্গল ভারতসেরা' স্লোগানে। শতবর্ষপ্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আইএসএল জয়ের সাফল্যকে স্মরণীয় করে তুলতে অসংখ্য সমর্থক এই উদযাপনে শামিল হন।

কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে সফলভাবে শুরু হয়েছে ২৮তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। প্রথম দিনেই রাজ্যের সব জেলার ৬৫০ জন ক্যারাটেকা ক্যাডেট, জুনিয়র, অনূর্ধ্ব-২১ ও সিনিয়র বিভাগে অংশ নেন। কেআইও চ্যাম্পিয়নশিপের পদকজয়ীদের হাতে ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হানশি প্রেমজিৎ সেন, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি কমলেশ চট্টোপাধ্যায় এবং কোষাধ্যক্ষ কমল মৈত্র।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
Harinavi, 24 Parganas(S)
SHORT TENDER NOTICE
(I) NIT No. : WBMAD/ULB/RSM/25/E-GOV/SI/2026-27, dated 15.06.2026. (ii) NIT No. : WBMAD/ULB/RSM/26/E-GOV/SI/2026-27, Dated 15.06.2026. For details visit : http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE
Notice Inviting Tender No. **01 of 2026-2027** of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte.
(Abridged)
Sealed Tenders are hereby invited from the eligible Contractors in connection with the execution of works. The details are available on the Notice Board of office of the undersigned and official website of P.W.D. **[www.wbpwd.gov.in].** Last date & Time limit of submission of application is **08.07.2026 upto 12:00-O-Noon.**
Memo No. 498, Dated: 29.06.2026 of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte.
Sd/-
Assistant Engineer
Lalbag Sub Division, P.W.Dte.

NOTICE
Executive Engineer, Berhampore Division –I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No.- 12 of 2026-2027 for Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 1 (One) location of Raghunathganj Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026.
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer , PWD, Berhampore Division –I.
Last date and time for receipt of application for Quotation documents is **02/07/2026 upto 01.00 PM.,** Last date and time of issuance of Quotation documents is **02/07/2026 upto 02.00 PM.,** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is **02/07/2026 upto 02.30 PM,** Opening of financial bid on **02/07/2026 at 03.00 PM.**
Sd/- Executive Engineer,
Berhampore Division-I P.W.D.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 10/EE/ED-I/EM/KMDA/T-2 of 2026-27
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-I, EM Sector, KMDA, Block-L, Ground Floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from eligible tenderers for the work, **Name of Work, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Repairing of existing street lights and decorative lights in the road connecting Nemai Tirtha Ghat to Chowmatha and adjacent road of Gouriya Math in connection with Shrabani Mela 2026 at Tarakeshwar., Rs.7,18,238/-, Rs.14,365/-, 07 days from the date of firm order, **Last date & time of online Bid submission:** 07.07.2026 up to 14:00 hrs.for details contact the above office or visit both websites.
(KMDA-219)
www.kmda.wb.gov.in

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 09/EE/ED-I/EM/KMDA/T-2 of 2026-27
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-I, EM Sector, KMDA, Block-L, Ground Floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from eligible tenderers for the work,**Name of Work, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Repairing of existing High Mast Lights at Indira Maidan Ghat in connection with Shrabani Mela 2026 at Tarakeshwar., Rs.1,28,905/-, Rs.2,578/-, 07 days from the date of firm order, **Last date & time of online Bid submission:** 07.07.2026 up to 14:00 hrs.for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-218)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স স্টারট্র্যাক কমোডিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড [CIN : U51909WB1994PTC063541] ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ১২৫, ১ম তল, রাজা আর এল মিত্র রোড, কে জি বোস সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৮৫ সম্পর্কিত।
... আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির শনিবার ৩০ মে ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**মহারাষ্ট্র রাজ্যে**" স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমসিএ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২০ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে পারেন :
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা : ১২৫, ১ম তল, রাজা আর এল মিত্র রোড, কে জি বোস সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৮৫
স্টারট্র্যাক কমোডিটিজ প্রা. লি. এর পক্ষে
স্বা/-
পুরুষোত্তম মুনদাদা গোপীকিশান
তারিখ : ২৯.০৬.২০২৬ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিন : ০৭৪৭৩৬২৪

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 151/N1GP (NIT No. WB/BWN/N1. G.P./NIT 01 /2026-27), Date-29/06/2025** for 01 (One) no. scheme under **15th CFC Fund.** Bid Submission Start Date: **30.06.2026 from 10:00 AM.** Bid Submission Closing Date: **07.07.2026 up to 10:00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **09.07.2025 at 12:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

DUM DUM MUNICIPALITY
HAS published E-tender in the Govt website: **"wbtenders.gov.in."** related to Management Contract of Dum Dum Municipal Specialised Hospital & Cancer Research center (Expansion Project), for running this Expansion Project in the greater interest of the public at large for a period of 10 Years vide memo no 233/DDM/GEN/27-28, Dtd 05/06/2026. Published on 08/06/2026. But due to lot of queries and required clarifications from many of the concerns present during the Pre-Bid meeting, and in order to accommodate maximum possible feasible clarifications, the dates of the e-tender are hereby extended, The Last date for dropping Bids is now 18/07/2026. Technical Bids opening is on 20/07/2026.
Sd/- Executive Officer
Dum Dum Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Supply, Carriage, Loading and unloading of 70 MT Chlorine Gas for Angadpur Water Treatment Plants (14 MGD and 15 MGD), under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-04/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016081_1 • Estimated Amount : 13,21,600/-
2) Name of the Work: Construction of Drinking Water facilitated Water Tank (Elevated) and Construction of Underground Water Reservoir with Pumping System at Durgapur Sanchita Park Welfare Society, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-05/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016088_1 • Estimated Amount : 6,88,367/-
Last Date : 07th July 2026, up to 05:00 pm
For details : **tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

আদ্রা ডিভিসনে ক্যাটারিং ও পে অ্যাণ্ড ইউজ টয়লেট চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা কর্তৃক আদ্রা ডিভিসনে ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। বিবরণ নিম্নরূপ: **ক্র. নং: ১। ক্যাটিগরি:** ক্যাটারিং। **অকশন ক্যাটালগ নং:** সিএটিজি৫০। **লট নং/ক্যাটিগরি:** (i) সিএটিজি-এডিআরএ বিকিউএ-এসএমইউ-৯৩ ২৬-১ [ক্যাটারিং স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], (ii) সিএটিজি-এডিআরএ এডিআরএ-এসএমইউ ৮০-২৪-১ [ক্যাটারিং স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)]। **অকশন শুরু (সকল লট):** (i) ১০.০৭.২০২৬ তারিখ বেলা ১২টা, (ii) ১০.০৭.২০২৬ তারিখ বেলা ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়:** (i) ১০.০৭.২০২৬ তারিখ বেলা ১২.৩০ মিনিট, (ii) ১০.০৭.২০২৬ তারিখ বেলা ১২.৪০ মিনিট। **ক্র. নং:** ২। **ক্যাটিগরি:** পে অ্যাণ্ড ইউজ। **অকশন ক্যাটালগ নং:** পেএনইউ৩৪। **লট নং/ক্যাটিগরি:** পিএনইউ-এডিআরএ-এডিআরএ-টিওআই-৫২-২৬-১ (পে অ্যাণ্ড ইউজ-টয়লেটস)। **অকশন শুরু (সকল লট):** ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ বেলা ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়:** ০৯.০৭.২০২৬ বেলা ১২.৩০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে **(www.ireps.gov.in)** ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন জিজ্ঞাস্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-390) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা**
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
Corrigendum-02 of e-NIT No. 57/SE/C-II/R&B/KMDA/W-28 (Part-VIII) of 2025-2026 (2nd Call)
Tender ID: 2026_KMDA_1026440_1
With reference to above NIT the following changes have been made. Please read last date & time for online Tender Submission is 06.07.2026, up to 14:00 hrs. in place of 24.06.2026, up to 14:00 hrs. (for Sl. No.1), for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-200)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T11279(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
Corrigendum-01 of e-NIT No. 58/SE/C-II/R&B/KMDA/W-28 (Part-VIII) of 2025-2026 (2nd Call)
Tender ID: 2026_KMDA_1026441_1
With reference to above NIT the following changes have been made. Please read last date & time for online Tender Submission is 06.07.2026, up to 14:00 hrs. in place of 24.06.2026, up to 14:00 hrs. (for Sl. No.1), for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-201)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T11280(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-NIQ No.-WBPWD/AE-NSESD/NIQ 117/2025-26 (2ND CALL); Tender ID-2026_WBPWD_5016033_1: Name of Work : Supply & delivery of different Electrical maintenance materials for New Secretariat Building under New Secretariat Electrical Section- II, P.W.Dte Bid Submission End Date: 10/07/2026 up to 1-00 p.m.; Website: - https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., New Secretariat Electrical Sub - Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T11288(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. EE(E/M)/FAWS-I/T-02 of 2026-27
Online **percentage rated** e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/FAWS-I, E&M Sector, KMDA, 19, G. T. Rd, HIT Building (3rd Floor), Howrah-711101, from reliable, resourceful, bonafide and experienced agency, for the work, **Description of Work, Estimated Amount, Earnest Money deposit, Time of completion,** Supply, delivery & installation of Two (02) no submersible Pump motor set at Nibra H/W and Kona Durgamandir P/H along with allied E-M works under FAWS-1 scheme., Rs.4,06,057.91, Rs.8,400/-, 15 days, **Last date & time of Online Tender submission:** 15.07.2026, 12PM., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-194)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T11266(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. EE(E/M)/FAWS-I/T-03 of 2026-27
Online **percentage rated** e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/FAWS-I, E&M Sector, KMDA, 19, G. T. Rd, HIT Building (3rd Floor), Howrah-711101, from reliable, resourceful, bonafide and experienced agency, for the work, **Description of Work, Estimated Amount, Earnest Money deposit, Time of completion,** Supply, delivery, installation, testing and commissioning of 20 HP submersible pump-motor set including allied works for one (01) no replaced DTW at NC Paul 2 no P/H under FAWS-1 scheme., Rs.4,81,741.17, Rs.9,950/-, 15 days, **Last date & time of Online Tender submission:** 15.07.2026, 12PM., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-195)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T11267(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.D, North 24 Parganas Electrical Division invite Tender/Quotetion for the work of :- Temporary E.I. Work incl DG Set on hire basis for accommodation of CAPF i.c.w. Legislative Assembly Election 2026 at different centre under Bizpore PS of Barrackpore Police Commissionerate, North 24 Parganas- Phase-III. NIT/NIQ No- **WBPWD/EE/N24/EL/NIQ-25/26-27.** Bid Submission Closing date: 25.06.2026 up-to 15:00 Hrs. and Open date: 25.06.2026 at 16:00 Hrs. The bidders are requested to download Notice Inviting Quotation form departmental website: **www.wbpwd.gov.in** Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Executive Engineer, P.W.D, North 24 Parganas Electrical Division.
ICA- T11337(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
(1st Corrigendum) WB/PWRD/AE/AHSD/NIQ-04/2026-27. Tender ID :- 2026_WBPWD_5015192_1. It is notified for general information that the following changes have been made in the table for Critical Events Date & Time Schedule: table of the above-mentioned eNIQ– Bid Submission Last Date In Place of 24.06.2026 at 2.00 PM To Be Read As 06.07.2026 at 2.00 PM. (Sd/- AE/ AMTA/HSD/PWRD.
ICA- T11303(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. : EE(E/M)/JNNURM-II/T-05 of 2026-27
online two-part above/below percentage basis e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/JNNURM-II, E/M Sector, KMDA., 6th Floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced agencies, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money to be deposited, Time of completion,** Overhauling and repairing of sludge pump (Q=432 m3/hr. & H=14 m) at bay no. 3 located at 30 MGD WTP, Padmapukur, Howrah under JNNURM-II division, EM sector, KMDA., Rs.2,88,610/-, Rs.5,773/- Note: Excess amount (If tenderer quote above the **estimated value** to be deposited before issuing of work order), 15 days, **Last date & time of Online Tender submission:** 15/07/2026, 14:00 hrs. for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-188)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T11265(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT NO. WBP/BKPC/NIeT-06/2026-27
Tenders are invited from genuine and eligible firms or organizations for the supply of motor parts and the repair of Govt. vehicles and motorcycles under the Barrackpore Police Commissionerate. Interested suppliers or firms are requested to submit their tenders within 15 days from the date of publication of the notice. The tenders will be opened at 2:00 P.M. on the 17th day (15 days plus 2 days) from the date of publication. Tender documents can be downloaded from the website **www.wbtenders.gov.in** Sd/- Dy. Commissioner of Police(HQ), Barrackpore.
ICA- T11312(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 07/07/26 upto 12.00 Noon instead of 29/06/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 09/07/26 at 12.00 Noon instead of 01/07/26 at 12.00 Noon for "Electrical Installation work including SITC of AC Machines in 1st Floor and Vertically extended 2nd Floor of IPD Building for ART centre at MR Bangur Hospital, Tollygunge, Kolkata" vide Tender ID - 2026_WBPWD_5014473_1 invited by the E.E.-II, KSHED, PW Dte. All documents can be seen / obtained from the websites-tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/-Executive Engineer – II, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.
ICA- T11333(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
A.E., Ranaghat Highway Sub Division, P.W. (Roads) Directt. Ranaghat, Nadia invites online Tender for the work of :- 1.: Repairing of Damaged Bituminous Road Surface (in patches) of Birnagar Aranghata Road from 3.00km to 3.70km under Ranaghat highway Sub-Division of Nadia Highway Division No-II, P.W.(Roads) Directorate in the district of Nadia during the year 2025-26. 2.0: Emergent Temporary patch Repair of severe Black top and Hard shoulder damaged stretches at PHE pipeline cutting Area due to prolonged unrestored condition from 6.490 km to 7.430 km RHS of NH-34 to Tarapur Balagarhghat Road under Ranaghat Highway Sub-Division of Nadia Highway Division-II, in the District of Nadia, during the year 2026-2027. 4.0: Rain damaged shoulder protection with Eucalyptus bullah piling, Sand bags and Jhama Metal from 2.850 km to 2.970 km of Dakshin Belepara to badkulla palpara Road under Ranaghat Highway Sub-Division of Nadia Highway Division-II, in the District of Nadia during the year 2026-2027. e-N.I.T. No: - 02 (Sl. No:-01, 02 & 04) of 2026-2027. Sl. No:- 01 Tender ID No. 2026_WBPWD_5015610_1. Sl. No:- 02 Tender ID No. 2026_WBPWD_5015610_2. Sl. No:- 04 Tender ID No. 2026_WBPWD_5015610_4. Bid Submission start date (online) :- 17-06-2026 from 11.00 Hours. Bid Submission closing date (online) :- 15-07-2026 upto 12.00 Hours. Corrigendum if any will be published in the website only Details of N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Subhojit Karmakar Assistant Engineer, Ranaghat Highway Sub-Division P.W. (Roads) Directorate.
ICA- T11335(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NOTICE INVITING e-TENDER No. 04 OF 2026-27 OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.
Tender reference No : WBPWD/AE/SER/NIT_04/2026_27
Name of Work : - Construction of new drain in front of Chatra Shiv Mondir on G.T. road Ch. 658.75kmp at Serampore for effective drainage of accumulated surface and rainwater under Serampore Sub-Division, PWD during the year 2026-2027. **Tender ID No :** 2026_WBPWD_5016083_1. **Name of Work : -** Temporary patch repair works to the stretches from 17.80 kmp chainage to 18.90 kmp chainage of Chanditala Salkia Road under Serampore Sub Division, Hooghly Division PWD during the year 2026-27. **Tender ID No :** 2026_WBPWD_5016083_2. **Bid submission start date (online) :** 01.07.2026 at 10:30 a.m. **Bid Submission Closing Date (online) :** 08.07.2026 up to 10:30 a.m. Details may be downloaded from : **https://tenders.wb.gov.in** or may be seen from the office of the u/s in working hours or from the Departmental website **http://pwdwb.in** Corrigendum, if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, P.W.D, Serampore Sub-Division.
ICA- T11338(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/Barasat Sub-Division Notice invites e-tender no. 04 of 2026-27 for the work: **1)** Repairing of Boundary wall at Barasat PWD office bus stand side including fixing of 600mm dia RBT concertina fencing on boundary wall top at Division Office under Barasat Division, PWD, North 24 Parganas during the year 2026-2027, Estt. Amt.: Rs. 1,34,085/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5016062_1. **2)** Different types of miscellaneous work at District Judges Court, Barasat under Barasat Division, P.W.Dte., Estt. Amt.: Rs. 2,20,298/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5016062_2. **3)** Inside painting works of District Judge Bungalow premises under Barasat Division, PWD during the 2026-2027, Estt. Amt.: Rs. 2,90,527/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5016062_3. **4)** Replacement of submersible pump at POSCO Court and CJM Quarter, Barasat under Barasat Division, P.W.Dte., Estt. Amt.: Rs. 96,547/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5016062_4. **5)** Installation of Fire Extinguisher of Barasat Division, PWD and Barasat Sub-Division, PWD under Barasat Division, PWD, North 24 Parganas during the 2026-2027, Estt. Amt.: Rs. 99,768/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5016062_5. **6)** Providing pathways inside campus of Additional District Magistrate(G) Bungalow under Barasat Division, P.W.Dte.Estt. Amt.: Rs. 4,92,215/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5016062_6. **7)** Emergent repair of damages boundary wall in place of broken/ inclined/ distress boundary wall of 15 mtr. at Barasat Division, PWD campus, North 24 Parganas during the year 2026-27, Estt. Amt.: Rs. 2,21,937/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5016062_7. **8)** Repairing of toilet block of old & new hostel of Nursing Training School at Barasat under Barasat Division, P.W.Dte., North 24 Parganas, Estt. Amt.: Rs. 2,95,966/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5016062_8. **9)** Repairing works at ground floor and 1st floor general toilet of District Judges Court, Barasat under Barasat Division, P.W.Dte. (2nd Call), Estt. Amt.: Rs. 96,972/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5016062_9. **10)** Wall panelling work at District Judge Chamber, Barasat under Barasat Division, P.W.Dte. during the year 2026-27, Estt. Amt.: Rs. 1,93,526/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5016062_10. Bid Submission End Date is 04.07.2026 at 18.30 Hours. Any Corrigendum / Addendum related to this NIT, if published, will be available in the e-portal only. For details, visit the website - http://tenders.wb.gov.in Sd/- Md Murshid Alam, Assistant Engineer, PWD, Barasat Sub-Division
ICA- T11302(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

টার্গেট

মঙ্গলবার • ৩০ জুন ২০২৬ • পেজ ৮

মেধার প্রস্থান নয়, মেধার প্রত্যাবর্তনের সময় এখন

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

একটা সময় ছিল, যখন পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষকে কেবল একটি ভূখণ্ড হিসেবে দেখা হতো না; ভারতকে দেখা হতো জ্ঞানের এক অনিঃশেষ উৎস হিসেবে। সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস খুলে দেখলে আমরা আবিষ্কার করি, আজ থেকে বহু শতাব্দী আগে যখন ইউরোপের বহু দেশ আধুনিক শিক্ষার আলো স্পর্শই করেনি, তখন এই উপমহাদেশের বুকেই জ্বলে উঠেছিল নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলার মতো মহাবিদ্যার অগ্নিশিখা। দূর চীন থেকে, কোরিয়া থেকে, আরব থেকে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা অঞ্চল থেকে মানুষ জ্ঞান আহরণের জন্য ছুটে আসত এই ভারতভূমিতে। ভারত তখন ছিল বিশ্বমানবতার এক বিশ্ববিদ্যালয়।

সময়ের চাকা ঘুরেছে। ইতিহাস বহুবার তার পোশাক বদলেছে। আজ সেই ভারতবর্ষের এক অদ্ভুত বৈপরীত্য আমাদের চোখে পড়ে। যে দেশ একদিন পৃথিবীকে জ্ঞান দিয়েছিল, সেই দেশেরই লক্ষ-লক্ষ মেধাবী তরুণ আজ নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য দেশ ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে। এই ঘটনাকে আমরা নাম দিয়েছি; 'ব্রেন ড্রেন' বা প্রতিভা-পলায়ন। শব্দটি শুনতে হয়তো খুব আধুনিক, কিন্তু এর ভেতরে লুকিয়ে আছে একটি জাতির নীরব ক্ষয়।

একটি শিশুর জন্মের পর থেকে তাকে মানুষ করে তোলার পেছনে একটি রাষ্ট্রের কতখানি বিনিয়োগ থাকে, আমরা কি কখনও তা ভেবে দেখি? সরকারি বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি শিক্ষা কেন্দ্র, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; সর্বত্র কোটি কোটি টাকার অবকাঠামো গড়ে ওঠে। বিশেষত দেশের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি; আইআইটি, আইআইএম, এইমস কিংবা জাতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোতে একজন শিক্ষার্থীকে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা দিতে রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। অথচ শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পর যখন সেই তরুণ-তরুণীর বড় অংশ বিদেশের মোটা বেতন, উন্নত জীবনযাত্রা কিংবা গবেষণার উন্নত পরিকাঠামোর টানে স্থায়ীভাবে অন্য দেশের নাগরিক হয়ে ওঠে, তখন প্রশ্ন জাগে; এই বিনিয়োগের প্রকৃত সুফল কে পেল? ভারত, না অন্য কোনো উন্নত অর্থনীতি?

গত এক দশকের দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। প্রতি বছর কয়েক লক্ষ ভারতীয় ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাচ্ছে। আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া কিংবা সিঙ্গাপুর এখন যেন ভারতীয় মেধার নতুন ঠিকানা। শুধু ছাত্র নয়, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ; অসংখ্য দক্ষ ভারতীয় বিশ্বের নানা দেশে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। শুনতে গর্বের মনে হলেও এর অন্তরালে রয়েছে এক অস্বস্তিকর সত্য; আমাদের নিজেদের উন্নয়নের জন্য যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তারা ধীরে-ধীরে অন্য দেশের শক্তিতে পরিণত হচ্ছে।

অবশ্য বিষয়টির অন্য একটি দিকও আছে। বিদেশে থাকা ভারতীয়রা প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশে পাঠান। সেই অর্থ দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। কোটি-কোটি পরিবার তার ওপর নির্ভর করে জীবন চালায়। কিন্তু অর্থনীতির প্রশ্ন সবসময় টাকার অঙ্কে মাপা যায় না। একটি দেশ কেবল বিদেশি মুদ্রা দিয়ে বড় হয় না; দেশ বড় হয় গবেষণা দিয়ে, আবিষ্কার দিয়ে, প্রযুক্তি দিয়ে, শিল্পোন্নয়ন দিয়ে এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করে। যদি এই একই প্রতিভা দেশের ভেতরেই কাজ করত, তাহলে হয়তো ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার গতি আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেত।

এই কারণেই আজ সময় এসেছে 'ব্রেন ড্রেন' কথাটিকে বদলে 'ব্রেন গেইন'-এর কথা বলার। অর্থাৎ এমন এক ভারত নির্মাণ করা, যেখানে সারা পৃথিবীর মেধাবীরা আসতে চাইবে; যেখানে ভারতীয় তরুণরা বিদেশে যাওয়াকে বাধ্যতা হিসেবে দেখবে না।

সরকার অবশ্য ইতিমধ্যে কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচি শুরু হয়েছে, যাতে বিদেশি শিক্ষার্থীরা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহী হয়। বিভিন্ন এশীয় দেশের গবেষকদের জন্য পিএইচডি বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদেশি ছাত্রদের ভিসা, ভর্তি এবং প্রশাসনিক জটিলতা কমানোর প্রচেষ্টাও চলছে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট; ভারতকে আবার বিশ্বশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

কিন্তু বাস্তবের মাটিতে এখনও বহু বাধা। বিদেশি ছাত্ররা অভিযোগ করেন; প্রশাসনিক জটিলতা, দূষণ, অত্যধিক উষ্ণ আবহাওয়া, আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগারের অভাব, এবং ভারতীয় ডিগ্রির সীমিত বৈশ্বিক স্বীকৃতি। অন্যদিকে ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে এমন এক মনস্তত্ত্ব তৈরি হয়েছে, যেখানে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি যেন সাফল্যের একমাত্র প্রতীক। ফলে দেশেই তুলনামূলক কম খরচে ভালো শিক্ষা পাওয়া সম্ভব হলেও বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা কমছে না।

এখানেই মূল প্রশ্ন; আমরা কি এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করতে পেরেছি, যা কেবল ডিগ্রি দেয় না, স্বপ্নও দেয়? এমন বিশ্ববিদ্যালয় কি গড়তে পেরেছি, যেখানে গবেষক মনে করবে তার ভবিষ্যৎ এই দেশেই নিরাপদ? এমন শিল্পনীতি কি তৈরি হয়েছে, যেখানে একজন তরুণ উদ্ভাবক নিজের মেধাকে দেশেই কাজে লাগানোর সুযোগ পাবে?

আজ ভারতের প্রয়োজন আরও বেশি গবেষণা কেন্দ্র, আরও উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প ও শিক্ষার মধ্যে শক্তিশালী সংযোগ এবং এমন এক পরিবেশ যেখানে তরুণেরা চাকরিপ্রার্থী না হয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী হয়ে উঠবে। শিক্ষা তখনই সফল, যখন তা মানুষকে শুধু পরীক্ষায় পাশ করায় না, সমাজ বদলানোর শক্তি যোগায়।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীও দেশের অর্থ বাইরে চলে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি দেশীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে 'ওয়েড ইন ইন্ডিয়া' বা দেশের ভেতরেই বড় সামাজিক অনুষ্ঠান করার আহ্বান জানিয়েছেন। ভাবনাটা কেবল বিয়ে নিয়ে নয়; এর ভেতরে লুকিয়ে আছে বৃহত্তর অর্থনৈতিক দর্শন; দেশের সম্পদ যেন দেশের মধ্যেই আবর্তিত হয়।

ঠিক সেইভাবেই এখন প্রয়োজন 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া', 'ওয়ার্ক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'ইনোভেট ইন ইন্ডিয়া'কে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা। দেশের প্রতিভাবান তরুণদের এমন সুযোগ দিতে হবে, যাতে বিদেশ তাদের কাছে স্বপ্ন না হয়ে ওঠে, বরং ভারতই হয়ে ওঠে সম্ভাবনার বৃহত্তম ভূমি। কারণ একটি জাতির সবচেয়ে বড় সম্পদ সোনা নয়, তেল নয়, প্রাকৃতিক খনিজ নয়; প্রকৃত সম্পদ দেশের মানুষের মেধা। যে দেশ নিজের মেধাকে ধরে রাখতে পারে না, সে দেশ উন্নয়নের সিঁড়ি বেয়ে যতই ওপরে উঠুক, ভিতরে ভিতরে সে দেশ ক্রমশ ফাঁপালো হয়ে যেতে থাকে।

ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই একটি প্রশ্নের ওপর; আমরা কি আমাদের সন্তানদের এমন একটি দেশ দিতে পারব, যেখানে তারা পৃথিবী জয় করার স্বপ্ন দেখবে, কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ করবে নিজের মাটিতে দাঁড়িয়ে? কারণ ইতিহাস সাক্ষী; যে দেশ প্রতিভাকে হারায়, সে দেশ পিছিয়ে পড়ে এবং যে দেশ প্রতিভাকে আহ্বান জানাতে শেখে, ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত তারই হাতে লেখা হয়।

ইউস্তাকিওর জাদুতে ইতিহাস, প্রথমবার শেষ ১৬-য় কানাডা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল কানাডা। বিশ্বকাপের ৯৬ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হওয়া রাউন্ড অফ ৩২-এর ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১-০ গোলে হারিয়ে তারা প্রথমবারের মতো শেষ ষোলোয় জায়গা নিশ্চিত করেছে। এই জয় শুধু একটি নকআউট ম্যাচ জেতা নয়, বরং কানাডার ফুটবল ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে।

ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দলই সতর্ক ফুটবল খেলছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা রক্ষণ মজবুত রেখে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করলেও কানাডা বলের দখল ধরে রেখে সুযোগ তৈরি করতে থাকে। নির্ধারিত সময়ের বেশিরভাগ অংশ গোলশূন্য থাকায় ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গড়াবে বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু ৯২ মিনিটে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। স্টিফেন ইউস্তাকিও বক্সের বাইরে থেকে অসাধারণ এক ভলিতে বল জালে জড়িয়ে দেন। সেই একমাত্র গোলেই ইতিহাস গড়ে কানাডা।

শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন ফুটবলার, কোচিং স্টাফ এবং সমর্থকেরা। দলের প্রধান কোচ জেসি মার্শ আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। মাঠেই তিনি ফুটবলারদের উদ্দেশে বলেন, এই সাফল্যের প্রকৃত নায়ক তারাই। তাঁদের কঠোর পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস এবং লড়াইয়ের মানসিকতাই দেশের ফুটবলে নতুন যুগের সূচনা করেছে।

ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে মার্শ জানান, খেলোয়াড়দের সাফল্যের জন্য প্রকাশ্যে প্রশংসা করতেই তিনি মাঠে গিয়েছিলেন। অনেকেই এটিকে বাড়াবাড়ি বলতে পারেন, কিন্তু তাঁর মতে, এমন ঐতিহাসিক মুহূর্তে ফুটবলারদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারণ তাঁরাই দেশের ফুটবলকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন।

এই নকআউট ম্যাচের আগে কানাডাকে একটি অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। গ্রুপ পর্বে সুইজারল্যান্ডের কাছে হেরে তারা নিজেদের দেশে না খেলে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে নকআউট ম্যাচ খেলতে বাধ্য হয়। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো দলকে নকআউট ম্যাচ খেলতে অন্য দেশে যেতে হয়েছে। তবে মাঠে উপস্থিত হাজার হাজার কানাডিয়ান সমর্থকের উচ্ছ্বাস দেখে কখনও মনে হয়নি যে দলটি বিদেশের মাটিতে খেলছে।

মার্শ বলেন, ভ্যাঙ্কুভারে খেলার সুযোগ হারিয়ে প্রথমে হতাশা ছিল। তবে খেলোয়াড়রা খুব দ্রুত সেই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয় এবং নিজেদের লক্ষ্যে অটল থাকে। সেই মানসিক দৃঢ়তাই শেষ পর্যন্ত জয়ের পথ তৈরি করেছে।

এখন শেষ ষোলোয় কানাডার সামনে আরও কঠিন পরীক্ষা। তাদের প্রতিপক্ষ হবে নেদারল্যান্ডস অথবা মরক্কো। তবে কোচের মতে, এই পর্যায়ে উঠে দল ইতিমধ্যেই বড় সাফল্য অর্জন করেছে। তাই এখন কোনো চাপ ছাড়াই নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে চায় তারা। বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দলের বিপক্ষে নিজেদের সামর্থ্য প্রমাণ করার সুযোগ হিসেবেই এই ম্যাচকে দেখছেন তিনি।

জয়ের নায়ক স্টিফেন ইউস্তাকিওও দলের আত্মবিশ্বাসের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, ম্যাচের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ আশা ছাড়েনি। প্রত্যেকে একে অপরের জন্য লড়াই করেছে বলেই এই সাফল্য এসেছে। তবে তাঁদের লক্ষ্য এখানেই শেষ নয়; বিশ্বকাপে আরও এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন নিয়েই পরের ম্যাচে নামবে কানাডা। এই ঐতিহাসিক জয় দেশের ফুটবলকে নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছে এবং ভবিষ্যতের জন্য এক শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে।

বিশ্বকাপের মাঝেই কেপ ভার্দে শিবিরে ধাক্কা, ধর্ষণে অভিযুক্ত অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের নকআউট ম্যাচের আগে বড় ধাক্কা খেল কেপ ভার্দে। দলের অধিনায়ক রায়ান মেন্দেসের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি মাঠের বাইরের বিতর্কও ঘিরে ধরেছে আফ্রিকার দলটিকে।

জানা গিয়েছে, গত মার্চে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত একটি ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট চলাকালীন এই ঘটনার অভিযোগ ওঠে। কেপ ভার্দে দলের ভাষাগত সহায়তার জন্য নিযুক্ত এক ব্রাজিলীয় নারী দোভাষী দাবি করেছেন, হোটেলে একটি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। পরে তিনি বুঝতে পারেন, সেটি আনুষ্ঠানিক কোনও অনুষ্ঠান নয়।

অভিযোগকারী জানিয়েছেন, অসুস্থ বোধ করায় তিনি নিজের কক্ষে ফিরে যান। এরপর রায়ান মেন্দেস সেখানে গিয়ে জোরপূর্বক প্রবেশ করেন এবং তাঁকে যৌন নির্যাতন করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১০ এপ্রিল অকল্যান্ডের আদালতে আনুষ্ঠানিক মামলা দায়ের হয়।

বর্তমানে তুরস্কের দ্বিতীয় বিভাগের একটি ক্লাবে খেলছেন মেন্দেস। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর নিউজিল্যান্ড ফুটবল কর্তৃপক্ষ বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ফিফাকে পুরো ঘটনার কথা জানায়। ফিফাও বিষয়টি নজরে রেখেছে বলে জানা গিয়েছে।

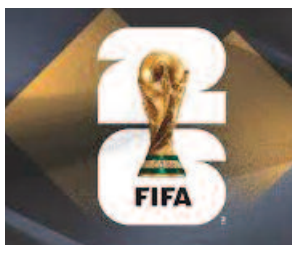

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভুক্তভোগী প্রথমে কেপ ভার্দে ফুটবল ফেডারেশনের কাছে অভিযোগ জানিয়ে সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু কোনও সাড়া না পেয়ে তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর থেকেই তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ম্যাচ খেলতে নামার আগে এমন অভিযোগ কেপ ভার্দে শিবিরের জন্য বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলের মনোবলেও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত রায়ান মেন্দেস, তাঁর আইনজীবী কিংবা কেপ ভার্দে ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে অভিযোগ নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগের সত্যতা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও সামনে আসেনি।